BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৫

Lecture Content

☑ মুক্তিযুদ্ধ-২

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

মুক্তিযুদ্ধের রণ কৌশল

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কর্নেল ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। জুলাই মাসের ১১-১৭ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে যোদ্ধাদের দল গঠন এবং রণকৌশল নিম্নরূপ:

(ক) ৫ থেকে ১০ জন প্রশিক্ষিত সদস্যকে নিয়ে গঠিত গেরিলা দল তাদের উপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট কাজের দায়িত্বসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্ধারিত এলাকায় প্রেরণ করা হবে;

(খ) যোদ্ধারা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং তাদের শতকরা ৫০ ভাগ ও তদূর্ধ্ব অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। শত্রুবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী গোয়েন্দা নিয়োগ করা হবে এবং তাদের ৩০ শতাংশকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সময় নিম্নবর্ণিত রণকৌশলসমূহ প্রয়োগ করা হবে:

(ক) ঝটিকা বা অতর্কিত আক্রমণ এবং লুকিয়ে থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য বিপুলসংখ্যক গেরিলা যোদ্ধা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হবে;

(খ) শিল্প-কারখানা অচল করে দেওয়া হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হবে;

(গ) তৈরি পণ্য অথবা কাঁচামাল রপ্তানিতে পাকিস্তানিদের বাধা দেওয়া হবে;

(ঘ) শত্রুর চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হবে;

(ঙ) কৌশলগত সুবিধা লাভের লক্ষ্যে শত্রুবাহিনীকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং

(চ) বিচ্ছিন্ন শত্রু সেনাদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বাংলার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত সৈন্যসহ আপামর জনগণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর এই প্রতিরোধ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বা সংগ্রামে পরিণত হয়। মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনী গঠন করে এবং আমরা ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করি।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক প্রশাসন :

- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি : কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানী
- সেনাবাহিনীর প্রধান (চীফ অব স্টাফ) : কর্ণেল (অব) আব্দুর রব
- বিমানবাহিনীর প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধের তেলিয়াপাড়া রণকৌশল : ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার (তৎকালীন সিলেট জেলা) মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়ায় চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার শপথ এবং যুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টর ও ৩টি ব্রিগেড ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুক্তিবাহিনী : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

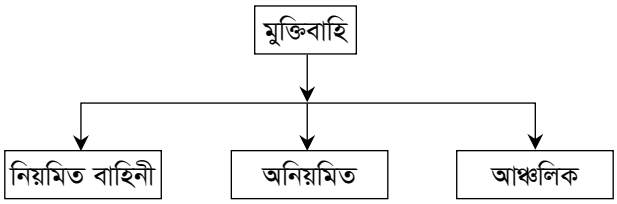

মূলত ২ ধরনের বাহিনী নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়

নিয়মিত বাহিনী

মুক্তিবাহিনীর 'নিয়মিত বাহিনী' গঠন করা হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (বর্তমান বিজিবি), পুলিশ ও অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য এবং সাধারণ জনগণ নিয়ে। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম-এফ (মুক্তিফৌজ)। নিয়মিত বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।

নিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল :

- সেক্টর ট্রুপস ও
- ব্রিগেড ফোর্স নিয়ে।

ব্রিগেড ফোর্স : সম্মুখ সমরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি ওসমানী তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠন করেন। যথা–

(ক) **জেড ফোর্স :** লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমানের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে নাম জেড ফোর্স।
গঠন : ৭ জুলাই, ১৯৭১ সাল
অধিনায়ক : লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমান
ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত রেজিমেন্ট : ১, ৩, ৮নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ২নং ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি নিয়ে গঠিত।
যুদ্ধ অঞ্চল : ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারি এলাকায়।
সময় : জুলাই ১৯৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত

(খ) **কে ফোর্স :** লে. কর্ণেল খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে নামকরণ করা হয়।
গঠন : সেপ্টেম্বর ১৯৭১
অধিনায়ক : লে. কর্ণেল খালেদ মোশাররফ
ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত রেজিমেন্ট : ৪, ৯, ১০নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ১নং ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি নিয়ে গঠিত।
যুদ্ধ অঞ্চল : কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী যুদ্ধ, বিলোনিয়া যুদ্ধ, চট্টগ্রাম বিজয়।

(গ) **এস ফোর্স :** লে. কর্ণেল কে.এম শফিউল্লাহর নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে এর নামকরণ করা হয়।
গঠন : ১৪ অক্টোবর, ১৯৭১
অধিনায়ক : লে. কর্ণেল কে.এম শফিউল্লাহ
ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত রেজিমেন্ট : ২ ও ১১ নং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়।
যুদ্ধ অঞ্চল : আশুগঞ্জ অপারেশন, আখাউড়া যুদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুদ্ধ, ভৈরব যুদ্ধ, কিশোরগঞ্জ যুদ্ধ ও বিলোনিয়ার যুদ্ধ।

(b) অনিয়মিত বাহিনী : যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সকল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে অনিয়মিত বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর সরকারি নামকরণ ছিল গণবাহিনী বা এফ.এফ. (ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা)। এই বাহিনীর সদস্যদের দু'সপ্তাহের প্রশিক্ষণের পর একজন কমান্ডারের অধীনে তাদের নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। এই বাহিনীর জন্য কোন সামরিক আইন কার্যকর ছিল না। গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের কোন বেতন ভাতা দেয়া হতো না। অনিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয়েছিল 'গণবাহিনী'।

গণবাহিনী : মুক্তিবাহিনীর একটি অংশ যা গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। গণবাহিনী মূলত বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। এটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত একটি সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে গণবাহিনী। এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০০০।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা মুজিব বাহিনী : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিবাহিনীর একটি বিশেষ অংশ যা সাধারণত মুজিব বাহিনী নামে অভিহিত হতো। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল আলম খান এই চার যুব নেতার উদ্যোগে এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়। যুদ্ধ শেষে নবগঠিত 'রক্ষীবাহিনী' মুজিব বাহিনীর সদস্যদের আত্মীকরণ করা হয়। সদস্য প্রায় ১০০০০ ছাত্র-যুবক শ্রেণি।

উদ্দেশ্যে : মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তা যাতে কোন উগ্র বা চরমপন্থী গ্রুপের হাতে না চলে যায় এই জন্য মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়।

মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ : সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি রাজনৈতিক যুদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং দায়িত্ব বণ্টন করে দেয়।

৪টি অঞ্চল ও নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দ :

১. পূর্বাঞ্চল– শেখ ফজলুল হক মনি ও জনাব আসম আব্দুর রব।
২. উত্তরাঞ্চল– জনাব সিরাজুল আলম খান ও জনাব মনিরুল ইসলাম।
৩. পশ্চিমাঞ্চল– জনাব আব্দুর রাজ্জাক ও জনাব সৈয়দ আহমদ।
৪. দক্ষিণাঞ্চল– জনাব তোফায়েল আহমেদ ও জনাব কাজী আরেফ আহমেদ।

মুজিব ব্যাটারি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ বাহিনীকে মুজিব ব্যাটারি বা ফ্রাস্ট ফিল্ড রেজিমেন্ট। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৭১ সালের ২২ জুলাই মাসে ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারতের কোনাবানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে এই বাহিনী গঠন করাহয়। মুজিব বাহিনী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের দেওয়া ৬টি কামান নিয়ে গঠিত হয়। প্রায় ৮০ জন বাঙালি সদস্যকে নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ফিল্ড ব্যাটারি। এই বাহিনী ২নং সেক্টরে যুদ্ধ করে।

(c) ক্রাক প্লাটুন : ক্রাক প্লাটুন হচ্ছে ঢাকার অভ্যন্তরে যুদ্ধে নিয়োজিত গেরিলা দল। ২নং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এটিএম হায়দার এর নেতৃত্বে ভারতের 'মেলাঘরে' প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেয় দলটি। আরবান গেরিলা যুদ্ধের সব কৌশল রপ্ত করানো হয় তাদের। প্রশিক্ষণ শেষে ১৭ জনের দলটি ঢাকায় এসে ১১ আগস্ট, ১৯৭১ সালে হোটেল 'ইন্টার কন্টিনেন্টালে' আক্রমণ চালায়। এই খবর শুনে মেজর খালেদ মোশাররফ গর্ব করে বলেন– "These are crack people." সেই থেকে প্লাটুনের নাম করা হয় 'ক্রাক প্লাটুন'। এই গেরিলা দল 'ঝটিকা আক্রমণ, অতর্কিত ত্রাস সৃষ্টি করা এবং হিট এন্ড রান' পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাতো। ঢাকা শহরে তারা প্রায় ৮২টি অপারেশন চালায়। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম তার 'একাত্তরের দিনগুলি' গ্রন্থে ক্রাক প্লাটুনের সদস্যদের ঘটনাবহুল দিনগুলো ফুটে উঠেছে।

ক্রাক প্লাটুনের দুঃসাহসী সদস্যগণ :

১. শহীদ শফি ইমাম রুমী (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে)
২. শহীদ আজাদ
৩. পপ সম্রাট আজম খান

জন্ম : ১৯৫০ সরকারি কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা

মৃত্যু : ১১ জুন ২০১১

জনপ্রিয় গান : (i) রেল লাইনের ঐ বস্তিতে; (ii) ওরে সালেকা ওরে মালেকা; (iii) আলাল আর দুলাল; (iv) চার কালেমা সাক্ষী; (v) অনামিকা।

৪. শহীদ আবু বকর
৫. মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীরবিক্রম)
৬. গোলাম দস্তগীর গাজী (বীরপ্রতীক : গাজী গ্রুপের কর্ণধার মাননীয় মন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়)
৭. নাসির উদ্দিন বাচ্চু (চলচ্চিত্র পরিচালক)
৮. বদিউল আলম বদি (বীরবিক্রম : বদিকে নিয়ে হুমায়ুন আহমেদ আগুনের পরশমনি সিনেমা নির্মাণ করেন)
৯. শহীদ বদিউজ্জামান (রাজশাহী জেলার বীরপ্রতীক প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা)
১০. আমিনুল ইসলাম নসু
১১. রাইসুল ইসলাম আসাদ
১২. আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল (মৃত্যু– ২২ জানুয়ারি, ২০১৯)
১৩. হাবিবুল আলম (বীরপ্রতীক : ব্রেড অব হার্ট ক্রাক প্লাটুনের আদ্যোপ্রান্ত নিয়ে লেখ)

(d) আঞ্চলিক বাহিনী : সেক্টর এলাকার বাহিরে ব্যক্তি উদ্যোগে আঞ্চলিক পর্যায়ে বাহিনী গড়ে উঠে বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠে। এসব গেরিলা বাহিনীর কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক এবং তারাই ছিলেন যুদ্ধের প্রাণ। এ বাহিনীগুলোর সদস্যদের মধ্য বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী এবং কম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। স্বেচ্ছাসেবক ছিল এর ৩-৪ গুণ। এসব আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাহিনী হলো–

- কাদেরিয়া বাহিন (টাঙ্গাইল)
- আফসার বাহিনী (ভালুকা ময়মনসিংহ)
- বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল)
- হেমায়েত বাহিনী (টাঙ্গাইল)
- হালিম বাহিনী (মানিকগঞ্জ
- আকবর বাহিনী (মাগুরা)
- লতিফ মির্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ-পাবনা)

জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)

আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন, কার্যক্রম ও সাফল্য :

কাদেরিয়া বাহিনী

গঠন : আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাহিনী হচ্ছে কাদেরিয়া বাহিনী। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নামানুসারে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ টাঙ্গাইলে এই কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করা হয়।

অধিনায়ক : বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

সদস্য : ১৬০০০ যোদ্ধাসহ প্রায় ৫০০০০ বেসামরিক লোকজন নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করা হয়।

যুদ্ধাঞ্চল : টাঙ্গাইল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা অঞ্চলের প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা।

কার্যক্রম ও সাফল্য : ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল শত্রুমুক্ত করে ঢাকা অভিমুখে রওনা দেয়। পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণকালে প্রায় ৬০০০ সৈন্য নিয়ে কাদেরিয়া বাহিনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আফসার বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আফসার বাহিনী গঠিত হয়।

অধিনায়ক : মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন

সদস্য : প্রায় ৪৫০০ যোদ্ধা নিয়ে গঠিত হয়।

যুদ্ধাঞ্চল : ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণাঞ্চল(ভালুকা, গফুরগাঁও, ত্রিশাল, কোতোয়ালী) ঢাকা ও গাজীপুর জেলার কিছু অংশ।

কার্যক্রম ও সাফল্য : ১৪ ডিসেম্বর, গফুরগাঁও, ভালুকা দখলসহ বিভিন্ন যুদ্ধে সফলতা লাভ করে। এই বাহিনী জাগ্রত বাংলা নামে ভাম্রমান হাসপাতাল গড়ে তোলে। ১৮ ডিসেম্বর আফসার বাহিনী ঢাকা পৌঁছেন।

বাতেন বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষে টাঙ্গাইলে এই বাহিনী গঠন করা হয়।

অধিনায়ক : আব্দুল বাতেন

সদস্য : প্রায় ৩ হাজার বেসামরিক লোকজন।

যুদ্ধাঞ্চল : টাঙ্গাইলের দক্ষিণ অংশ, ঢাকা ও গাজীপুরের কিছু এলাকা জুড়ে।

কার্যক্রম ও সাফল্য : ১৯৭১ সালের মে থেকে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করে। এবং টাঙ্গাইল ও মানিজগঞ্জ জেলায় দুটি থানা দখন করে নেয়।

হেমায়েত বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মে মাসে গঠিত হয়।

অধিনায়ক : বীরবিক্রম হেমায়েত উদ্দিন।

সদস্য : প্রায় ৫০৫৪ জন গেরিলা যোদ্ধা তার মধ্যে নিয়মিত ৩৪০ জন।

যুদ্ধাঞ্চল : কোটালিপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, কালকিনি, টেকেরহাট।

কার্যক্রম ও সাফল্য : ১১ জুলাই হেমায়েত বাহিনী পাকবাহিনীর হাত থেকে বঙ্গবন্ধুর পিতামাতাকে উদ্ধার করে। ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অনেক অংশ মুক্ত করে।

হালিম বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মার্চের শেষ দিকে মানিকগঞ্জে এই বাহিনী গঠিত হয়।

অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম

সদস্য : =

যুদ্ধাঞ্চল : মানিকগঞ্জ, ঢাকার, নবাবগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ।

কার্যক্রম ও সাফল্য : পাকসেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে এই বাহিনী যুদ্ধ শুরু করে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মানিকগঞ্জ ও এর আশেপাশের এলাকা শত্রুমুক্ত করে। ১৩ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলাকে শত্রু মুক্ত করে এই হালিম বাহিনী।

আকবর বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের মে মাসের দিকে গঠিত হয়।

অধিনায়ক : আকবর হোসেন মিয়া

সদস্য : ১২৮ জন রেজিমেন্ট ও প্রায় ১০০০ বেসামরিক লোকজন নিয়ে গঠিত।

যুদ্ধাঞ্চল : মাগুরা, শ্রীপুর, ঝিনাইদহের গাড়াগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ।

কার্যক্রম ও সাফল্য : ৪ ডিসেম্বর মাগুরা বিজয় এবং ৭ ডিসেম্বর মাগুরাকে শত্রু মুক্ত করেন।

লতিফ মির্জা বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে পলাশডাঙ্গা যুব শিবির বা লতিফ মির্জা বাহিনী গঠিত হয়।

অধিনায়ক : আব্দুল লতিফ মির্জা

সদস্য : প্রায় ৮০০০ জন

যুদ্ধাঞ্চল : সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার ও নাটোর, রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চল।

কার্যক্রম ও সাফল্য : নাটোর গুরুদলপুর থানা আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে। সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল উল্লাপাড়া। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিবাহিনীকে পরাজিত করে।

(xi) স্বাধীনতা যুদ্ধ ও নৌবাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে।

গঠনের ইতিহাস : ফ্রান্সের নির্মাণাধীন ডুবোজাহাজ (পিএনএস) ম্যাংরো থেকে ৮ জন নাবিক বিদ্রোহ করেন এবং বাংলাদেশে এসে নৌবাহিনী ভিত্তি তৈরি করেন। মাত্র ৪৫ জন নৌসেনা এবং ভারত হতে পাওয়া দুটি টহল জাহাজ 'পদ্মা ও পলাশ' নিয়ে নৌবাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনী ভুলবশত আক্রমণে 'পদ্মা ও পলাশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুক্তিযুদ্ধে নৌবাহিনীর অবদান : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০নং সেক্টর ছিল নৌ সেক্টর। যুদ্ধের সময় নৌসেনাদের উদ্দেশ্য ছিল সামুদ্রিক যোগাযোগ এর পথ বন্ধ করা। মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌবাহিনীর সদস্য ছিল ৫৫১ জন সদস্য। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর নৌযোদ্ধারা 'অপারেশন জ্যাকপটের' মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে প্রায় ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।

(xii) মুক্তিযুদ্ধ ও বিমান বাহিনী

গঠন : ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠিত হয়।

ইতিহাস : ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার তৈরি ১টি পুরানো ডিসি-৩ বিমান, কানাডার তৈরি একটি অটার বিমান, এবং ফ্রান্সের তৈরি ১টি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার ভারত সরকারের উপহার এবং মাত্র ১৮ জন পাইলট ও ৫০ জন বৈমানিক নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এর গোপন নাম ছিল 'কিলোফ্লাইট'। এর নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার ও সুলতান মাহমুদ (কিলোফ্লাইটের অধিনায়ক)

মুক্তিযুদ্ধে অবদান : ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর অপারেশন কিলোফ্লাইটের মাধ্যমে চট্টগ্রাম 'ইস্টার্ন রিফাইনারি ও নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাকিস্তানের তেলের ট্যাঙ্কারে আক্রমণ চালায়। এ সময় তারা প্রায় ১২টি লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কে 'অপারেশন সার্চলাইট' এর নীল নকশা তৈরি করেন?

ক) ইয়াহিয়া খান খ) ভুট্টো

গ) টিক্কা খান ঘ) মো: আলী জিন্নাহ **গ**

২. 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র নীলনকশা করা হয়-

ক) ১৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২০ মার্চ, ১৯৭১

গ) ২২ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ২৪ মার্চ, ১৯৭১ **ক**

৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় সংঘটিত হয়?

ক) টাঙ্গাইল খ) গাজীপুর

গ) রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে **খ**

৪. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন-

ক) পুলিশ

খ) ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট

গ) ই. পি. আর

ঘ) আনসার ভিডিপি **খ**

৫. 'অপারেশন সার্চ লাইট' কোন দেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল?

ক) ইরাক খ) বসনিয়া

গ) আফগানিস্তান ঘ) বাংলাদেশ **ঘ**

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেক্টর	সেক্টর কমান্ডারগণ	এলাকা
১ নং	• মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) • মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)	ফেনী নদী হতে দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবর্ত্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।
২নং	• মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) • মেজর এ.টি.এম. হায়দার সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর নোয়াখালী এবং কুমিল্লা, বি-বাড়িয়ার আখাউড়া- ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ।
৩নং	• মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) • মেজর নুরুজ্জামান সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	আখাউড়া- ভৈরব রেললাইনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
৪নং	• মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত • ক্যাপ্টেন আব্দুর রব	মৌলভীবাজার জেলা, সিলেটের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক ও সুনামগঞ্জের অংশ।
৫ নং	• মেজর মীর শওকত আলী	সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেটের উত্তর ও পশ্চিম এলাকা, সুনামগঞ্জ (৪ নং সেক্টরের অংশ বাদে।
৬নং	• উইং কমান্ডার এম. এ বাশার	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত)।
৭নং	• মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) • মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীর এলাকা ব্যতীত)।
৮ নং	• মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) • মেজর এম.এ. মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল, রাজবাড়ী জেলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনা অঞ্চলের অংশবিশেষ (দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত)
৯ নং	• মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর) • মেজর এম. এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডিসেম্বর) • মেজর জয়নাল আবেদীন	সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল বিভাগ।
১০ নং	• নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না।**	অভ্যন্তরীন নৌ ও সমুদ্রবন্দর নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
১১ নং	• মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- ৩ নভেম্বর পর্যন্ত) • ফ্লাইট লে: এম হামিদুল্লাহ (৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর)	ময়মনসিংহ অঞ্চল (কিশোরগঞ্জ ব্যতিত)

** মুক্তিযুদ্ধে ১০ নং সেক্টরের কোন কমান্ডার ছিল না। নৌ যোদ্ধাগণ যখন কোন সেক্টরের এলাকায় অভিযান চালাত, তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তার অধীনে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করত।

তথ্য কণিকা

- মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর- ১০ নং সেক্টর, নৌ সেক্টর।
- বাংলাদেশের যে সেক্টরে নিয়মিত কমান্ডার ছিল না- ১০ নম্বর সেক্টর।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ফোর্স ছিল- ৩টি।
- এম এ জি ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়- তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টার, সিলেট।
- যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য Steering Committee খোলেন- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন যে তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম- গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনসমূহ

অপারেশন ব্লিজ/লারকানা ষড়যন্ত্র : ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বাঙালিদের কিছুতেই সরকার গঠন করতে দেওয়া যাবে না। ভুট্টো সংসদে বিরোধী আসনে বসতে রাজি ছিলেন না। এবং এমন ভাব ধরত যেন তার দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠন করতে ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন তিনি হবেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এজন্য তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ ঢাকায় দেখা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। জানুয়ারি মাসে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়ি লারকানাতে বক শিকারে যাওয়ার পর ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সাথে পরিকল্পনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার। এটাই লারকানা ষড়যন্ত্র। এরপর বাঙালিদের দমন করার জন্য সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আবার সামরিক শাসন প্রত্যাবর্তন করার জন্য এক ষড়যন্ত্র করেন। এবং 'অপারেশন ব্লিজ' নামের সামরিক অভিযানের নীল নকশা প্রণয়ন করেন। যা চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয় ২২ শে ফেব্রুয়ারি। পরবর্তীতে এই অপারেশন ব্লিজের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'।

অপারেশন সার্চলাইট (২৫ মার্চ, ১৯৭১) : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১১.৩০ টায় শুরু করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের সাংস্কৃতিক নাম "অপারেশন সার্চলাইট"। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। এই অপারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা :

- ১৯৭১ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের ভিতরের এই অভিযানের আলোচনা হয়।
- ৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এবং একই সাথে ইস্টার্ন কমান্ডো ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পান।
- ১৭ মার্চ, ১৯৭১ সাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ১৪ ডিভিশনের অফিসার জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে টেলিফোনে অপারেশনের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেয়।
- ১৮ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকা সেবানিবাসের জিজ্ঞাস কার্যালয়ে জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী নীল রংয়ের অফিস প্যাডে ৫ পাতা জুড়ে লিড পেন্সিল দিয়ে এই অপারেশন এর পরিকল্পনা লিখেন ও দায়িত্ব বণ্টনের কথা আলোচনা করেন।
- ২০ মার্চ, ১৯৭১ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ও টিক্কা খান এই পরিকল্পনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন এবং অনুমতি দেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর কিছু রদবদল করে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।

অপারেশনের দায়িত্ব বণ্টন :

- ঢাকা নগরী ও এর আশেপাশের এলাকায় হামলার নেতৃত্বে ছিলেন– মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আররাব।
- ঢাকা ছাড়া সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে ছিল মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং অপারেশনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে কুখ্যাত খুনী লে. জেনারেল টিক্কা খান।

অপারেশন শুরু :

- পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথম আক্রমণ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, প্রায় ১১০০ পুলিশ সদস্য মারা যায়।
- দ্বিতীয় আক্রমণ করে পিলখানায় অবস্থিত E.P.R (বর্তমান বিজিবি) সদর দপ্তরে।
- তৃতীয় আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক) হল। এই আক্রমণে ১০ জন শিক্ষকসহ প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়।

এছাড়াও ঐ রাতে ৭-৮ হাজার নিরীহ বাঙালিকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে।

অপারেশন বিগ বার্ড : অপারেশন ব্লিজ ও অপারেশন সার্চলাইটে কোথাও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের কথা বলা ছিল না। কিন্তু পাক সেনাবাহিনীর নিকট বিগ বার্ড ছিল বঙ্গবন্ধুর কোড নাম ছিল। এই অপারেশনের মূল ভূমিকায় পাক্সিতান আর্মির ব্রিগেডিয়ার (অব.) জহির আলম খান। তিনি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সদর দপ্তরে রেডিও বার্তা পাঠান– "The Big Bird in Case." এরপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। এবং বঙ্গবন্ধুকে ক্যান্টনমেন্টে রাখেন এবং পরবর্তীতে ২৯ মার্চ করাচিতে নিয়ে যান।

অপারেশন জ্যাকপট : অপারেশন জ্যাকপট হচ্ছে নৌ-সেক্টর পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গেরিলা অপারেশন।

অপারেশনের সময় : ১৫ আগস্ট ১৯৭১

অপারেশনের পূর্বপ্রস্তুতি : ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা ৮ জন সাবমেরিনার ভারত থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বাংলাদেশে এসে কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানী সাথে দেখা করেন এবং তিনি নৌ-কমান্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মে ভাগীরথী নদীর তীরে C-2P নামে গোপন ক্যাম্প খোলা হয়। এবং সেখানে ভারতীয় নৌবাহিনীর অধীনে ৩০০ যোদ্ধা প্রশিক্ষণ নেয়।

ট্রেইনিং এর দায়িত্ব ছিল নেভাল অফিসার কমান্ডার এম.এন সামান্ত।

অপারেশনের বর্ণনা : অপারেশন জ্যাকপট ছিল সুইসাইডাল অপারেশন। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট একই সাথে দুটি সমুদ্র বন্দর ও ২টি নদী বন্দরে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। ৪টি দলের মধ্যে ৬০ জনের ২টি এবং ২০ জনের আরও ২টি দল আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত সংকেত : কলকাতার আকাশবানীর পক্ষ থেকে সকাল ৬টা থেকে ৬.৩০ মিনিট এবং ১০.৩০ মিনিট থেকে ১১ টায় পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের বিশেষ অনুষ্ঠান হতো। এই অনুষ্ঠানের দুটি বিশেষ গান অপারেশন জ্যাকপটের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

- প্রথম সংকেত ছিল পঙ্কজ মল্লিক গাওয়া "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান" এর অর্থ হলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আক্রমণ করতে হবে বা আক্রমণের সময় কাছাকাছি।
- সন্ধ্যা মুখপাধ্যায় এর গাওয়া গান " আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি" এর অর্থ হলো আক্রমণের জন্য ঘাঁটি ত্যাগ কর। অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দেশ আক্রমণ করতেই হবে।

অপারেশন জ্যাকপটের আক্রমণ ও ফলাফল

দল নং-১

গন্তব্যস্থল : চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর

প্রধান : সাবমেরিনার আব্দুল ওয়াহেদ

সদস্য সংখ্যা : ৬০ জন

ফলাফল : এমভি হরমুজ, এমভি আল-আব্বাস, ওরিয়েন্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

দল নং-২

গন্তব্যস্থল : মংলা সমুদ্র বন্দর

প্রধান : নৌ-কমান্ড আমিনুর রহমান খসরু

সদস্য সংখ্যা : ২৬০ জন

ফলাফল : ৬টি বিদেশি জাহাজ ও ৩০০০০ হাজার টন গোলা-বারুদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

দল নং-৩

গন্তব্যস্থল : চাঁদপুর নদী বন্দর

প্রধান : সাবমেরিনার বদিউল আলম

সদস্য সংখ্যা : ২০ জন

ফলাফল : ২টি স্টিমার, গমবাহী একটি জাহাজ ও অনেকগুলো নৌযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দল নং-৪

গন্তব্যস্থল : নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর

প্রধান : সাবমেরিনার আব্দুর রহমান

সদস্য সংখ্যা : ২০ জন

ফলাফল : পাকিস্তানি অস্ত্র বোঝাই জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অপারেশন গ্রেট ফ্লাই ইন : ১৯৭১ সালের ৩০ শে জানুয়ারি ভারতের কাশ্মীর এর দুই জন যুবক ভারতে গঙ্গা নামক বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার সেই বিমানটি ধ্বংস করে। এর ফলে ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি ১লা ফেব্রুয়ারি ভারতের আকাশকে পাকিস্তান বিমানের জন্য 'No fly zone' ঘোষণা করে। এর জন্য পাকিস্তান বিমান বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটকে সফল করার জন্য শ্রীলংকার আকাশসীমা ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই অপারেশন গ্রেট ফ্লাই ইন নামে পরিচিত।

অপারেশন কিলোফ্লাইট : কিলোফ্লাইট হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সদ্য প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ বিমানের গোপন নাম। এবং ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকারের দেওয়া ডিসি-৩ অটার বিমান দিয়ে প্রথমবার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি এবং নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে পাকিস্তানি তেলের ট্যাঙ্কারে আক্রমণ করে। তাই অপারেশন কিলোফ্লাইট। ফলে চট্টগ্রাম ইস্টার্ন রিফাইনারি তিনদিন ধরে জ্বলছিল সেই আক্রমণের আগুন।

- অপারেশন কিলোফ্লাইট নিয়ে নির্মিত সিনেমা, বাংলাদেশের প্রথম এয়ার ক্রাফট ছবি 'ডু অর ডাই' পরিচালক দীপঙ্কর দীপন। মুক্তি পায় ২০১৯ সালে।

অপারেশন চেঙ্গিস খান : ইসরাইল এর 'অপারেশন ফোকাসের' অনুকরণে পাকিস্তান 'অপারেশন চেঙ্গিস খান' পরিচালনা করে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণের সাংস্কৃতিক নাম 'অপারেশন চেঙ্গিস খান'।

অপারেশন পরিচালনা : ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

অপারেশনের উদ্দেশ্য : ভারত যাতে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে সাহায্য হতে সরে আসে ও বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে।

পরিকল্পনা ও আক্রমণ : জেনারেল টিক্কা খান ভারত আক্রমণের প্রস্তাব দেয় এবং ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ ভারতে হামলার দিন চূড়ান্ত হয়। পাকিস্তান ৩ ধাপে ভারতে আক্রমণ করে। প্রথম ধাপে পাঠানকোট, দ্বিতীয় ধাপে অমৃতসরে এবং তৃতীয় ধাপে আম্বালা, আগ্রা, লুধিয়ানা জামনগর, শ্রীনগর এর বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়।

ফলাফল : পাকিস্তান ভারতে ১২টি বিমান ঘাটিতে ১৮৩টি বোমা বিস্ফোরণ করে কিন্তু ভারতের বিমানগুলো বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থান করায় তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। এই হামলার প্রতিবাদের

প্রেক্ষিতে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং অপারেশন ট্রিডিন্ট ও অপারেশন পাইথন পরিচালনা করে।

অপারেশন ট্রিডেন্ট ও অপারেশন পাইথন : পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন চেঙ্গিস খানের' প্রতিবাদে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং 'অপারেশন ট্রিডেন্ট ও অপারেশন পাইথন নামে দুটি অভিযান পরিচালনা করে। রাত ৯টায় ভারতীয় ২৩টি বিমান পাকিস্তানের ৮টি বিমান ঘাটিতে আক্রমণ করে। এছাড়াও ঢাকা তেজগাঁও ও কুর্মিটোলা (শাহজাহাল) বিমান বন্দরে বোমা বর্ষণ করে এতে পাকিস্তানে ১৮টি ও ১টি হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়। মাত্র দুই দিনে ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশ সীমানার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

অপারেশন হোটেল ইন্টারন্যাশনাল : ১৯৭১ সালের ৯ জুন মুক্তিবাহিনীর কমান্ড ইউনিট ক্রাক প্লাটুনের কমান্ডগণ হোটেলে ইন্টারকন্টিনেন্টালে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযাবে প্রথম বোমা নিক্ষেপ করেন কমান্ড মোফাজ্জল হোসেন মায়া। আন্তর্জাতিক মহলে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক বলে প্রচার করা মিথ্যা এই আক্রমণ এর মাধ্যমে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

অপারেশন ক্লোজডোর : ১৯৭১ সালে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান চালানো হয় তাই অপারেশন ক্লোজডোর। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর র হমান এর নিকট সর্বপ্রথম অস্ত্র জমা দেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন এক দেশ বাংলাদেশ। হাতে বন্দুক নিয়ে নয় 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' গড়ে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিলেন এই দেশের ফুটবলাররা। এটিই পৃথিবীতে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল।

গঠন : ২৪ জুলাই, ১৯৭১

দলের মোট সদস্য : ৩৫ জন (ম্যানেজার এবং কোচসহ)

অধিনায়ক : জাকারিয়া পিন্টু

সহঅধিনায়ক : প্রতাপ শঙ্কর হাজারা

কোচ : ননী বসাক

গোলরক্ষক : মেজর জেনারেল (অব.) নুরুন্নবী

প্রথম ম্যাচ : ২৫ জুলাই, ১৯৭১ সালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে নদীয়া স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা একাডেমির বিপক্ষে এই দিনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়।

❖ ম্যাচটি ২ – ২ গোলে ড্র হয়।
মোট ম্যাচ খেলে ১৬টি, ৯টিতে জয় লাভ, ৪টিতে হার এবং ৩টিতে ড্র হয়।

মোট অর্থ আয় : ৫ লক্ষ টাকা

স্বাধীন বাংলা ফুটবলারদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ২০১৬ সালে ১০ নভেম্বর।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে নিয়ে তথ্যচিত্র : মুক্তির জন্য ফুটবল (১৯ মিনিট)

❖ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুতে নিয়ে চলচ্চিত্র 'ফুটবলের রাজ'; পরিচালক– বীরজান

স্বাধীন বাংলা ফুটবলারদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন :

১. জাকারিয়া পিন্টু (অধিনায়ক)
২. প্রতাপ শঙ্কর হাজারা (সহঅধিনায়ক)
৩. কাজী সালাউদ্দিন (সর্বকনিষ্ঠ, ১৭ বছর বয়স ছিল)
৪. মেজর জেনারেল (অব.) নুরুন্নবী (গোলরক্ষক)
৫. নওশেরুজ্জামান
৬. আইনুল হক
৭. তসলিম উদ্দিন শেখ
৮. শেখ আশরাফ আলী
৯. অমলেস সেন
১০. বিমল কর
১১. শাহজাহান আলম
১২. মনসুর আলী লালু
১৩. আব্দুল হাকিম

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিখ্যাত গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) সেক্টর-৪ খ) সেক্টর-৩
গ) সেক্টর-২ ঘ) সেক্টর-১ **গ**

২. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়?
ক) ৬০টি খ) ৬৪টি
গ) ৬৫টি ঘ) ৫৫টি **খ**

৩. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৯টি খ) ১০টি
গ) ১১টি ঘ) ১২টি **গ**

৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ১ খ) ২ গ) ৫ ঘ) ৭ **খ**

৫. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট **খ**

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা

বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরু থেকেই বহির্বিশ্বের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের হত্যা, নির্যাতন এবং একপেশে যুদ্ধের খবর কেউ পৌঁছে দিয়েছিলেন কলম হাতে, কেউ ক্যামেরা হাতে। বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছিলেন নিজের কবিতায়, কেউবা গান গেয়ে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশিদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো ক'জন বন্ধুকে নিয়েই কিছু আলোচনা :

বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী অবদান রাখার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ওডারল্যান্ড ছিলেন একজন ডাচ-অস্ট্রেলিয়ান কমান্ডো অফিসার। তাঁর পুরো নাম **উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড** ঢাকায় বাটা স্যু কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে ওডারল্যান্ড ১৯৭০ সালের শেষ দিকে প্রথম ঢাকায় আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই কোম্পানি-ম্যানেজার ওডারল্যান্ড যেন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন নতুন এক যুদ্ধের মুখোমুখি প্রাক্তন-সৈনিক ওডারল্যান্ডকে। অপারেশন সার্চলাইটের সময় তিনি লুকিয়ে সে রাতের ভয়াবহতার কিছু ছবি তুলে পাঠান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। আর এভাবেই তিনি বাংলাদেশিদের প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠেন। শুধু এ দেশের স্বাধীনতার জন্য আর নিরীহ মানুষকে হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে নিজের মানবিক তাড়নাতেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে লড়তে থাকেন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। আগস্ট মাসের দিকে তিনি টঙ্গীতে বাটা কোম্পানির ভিতরে গেরিলা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য-ওষুধ এবং আশ্রয় দিয়েও তিনি সাহায্য করেছিলেন। টঙ্গী ও এর আশপাশ এলাকায় বেশ কয়েকটি সফল গেরিলা হামলার আয়োজকও ছিলেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি মুক্তিযুদ্ধে এ বীরোচিত ভূমিকার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

প্রাণের বন্ধু ইন্দিরা গান্ধী

ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাণের বন্ধু। বাংলাদেশে যখন নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করছে পাকিস্তানি হানাদাররা তখন অসংখ্য বাংলাদেশি প্রাণ বাঁচাতে সীমান্তের ওপারে গিয়ে পেয়েছিলেন জীবনের নিরাপত্তা। ১৯৭১ সালে শরণার্থী শিবিরে মানবিক বিপর্যয় দেখতে এসেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। প্রায় এক কোটি লোক জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আপন মানুষ হয়ে ওঠেন তিনি। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষকে খাদ্য ও বাসস্থান দিয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা করেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী, ঐতিহ্যবাহী নেহেরু পরিবারে ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর। বাবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং মা কমলা দেবী। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ বছর ভারত শাসন করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৩৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ইন্দিরা গান্ধী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। রবিঠাকুরই তার নাম রাখেন 'প্রিয়দর্শিনী'। ১৯৬৪ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কেবিনেটে তথ্য ও যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতার সম্মাননা' দেওয়া হয়। ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তার পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী।

জে এফ আর জ্যাকব

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে ভারতের লে. জেনারেল (অব.) জে এফ আর জ্যাকব হচ্ছেন বাংলাদেশের অনেক বড় একজন বন্ধু। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অসামান্য অবদানের জন্যে আমাদের বিজয় হয়েছিল তরান্বিত। একাত্তরে তিনি ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ, তখন তার পদমর্যাদা ছিল মেজর জেনারেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রেখেছিলেন অসামান্য অবদান। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান ছিল অনস্বীকার্য আর এক্ষেত্রে জেনারেল জ্যাকবের বিশাল ভূমিকা ছিল। সীমান্ত এলাকায় মুক্তিবাহিনীদের জন্য ক্যাম্প স্থাপন, মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলোর পুনর্গঠন, তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া, অস্ত্র-রসদ জোগান দেয়াসহ মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে এসে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত জয়ে অসামান্য অবদান রাখে ভারতীয় বাহিনী। সর্বোপরি তার ভাষ্য থেকে জানা যায় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১এ জেনারেল নিয়াজীকে লজ্জাজনক এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন তিনি।

রবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন ও বব ডিলান - কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

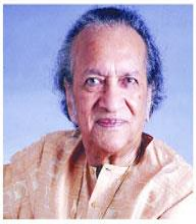
রবিশঙ্কর

জর্জ হ্যারিসন

বব ডিলান

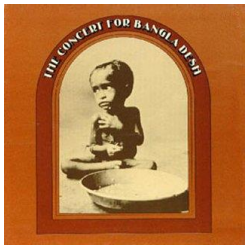

বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা সুরের মূর্ছনায় বিশ্ববাসীকে প্রথম জানান দিয়েছিলেন তারাই। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ থেকেই বিশ্ববাসীকে আবেগী নাড়া দেয়, নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞ বাস্তবে উপস্থাপন করেন তারা। একাত্তরে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পৈশাচিকতা দেখে ভারতের সেতারসম্রাট বিখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্কর ঠিক করলেন, কিছু করতে হবে তাকে। তার বন্ধু বিখ্যাত বিটলস ব্যান্ডের অন্যতম সদস্য জর্জ হ্যারিসনও এতে সায় দেন ১ আগস্ট ১৯৭১ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে বসল পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় এক ঐতিহাসিক কনসার্ট। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের এক বিশাল দল অংশ নিয়েছেলেন, যাঁদের মধ্যে বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রিস্টন, লিযন রাসেল, ব্যাড ফিঙ্গার এবং রিঙ্গো রকস্টার ছিলেন উল্লেখযোগ্য। সেখানেই বাংলাদেশের জন্য বাজালেন সেতারসম্রাট রবিশঙ্কর, সরোদসম্রাট ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, তবলার কিংবদন্তি শিল্পী আল্লারাখা খাঁ। তারপর একে একে গান গাইলেন বিটলসের জর্জ হ্যারিসন, রিঙ্গো স্টার, লিওন রাসেল, বিলি প্রিস্টন আর কিংবদন্তি গায়ক বব ডিলান। কিংবদন্তি গিটারিস্ট এরিক ক্ল্যাটনও গিটার বাজিয়েছিলেন কনসার্টটিতে। সবশেষে জর্জ হ্যারিসন গাইলেন তার সেই বিখ্যাত গান 'বাংলাদেশ'

জর্জ হ্যারিসন এর ''Bangladesh'' গানটি :

''Bangladesh, Bangladesh

Bangladesh, Bangladesh

When the sun sinks in the west

Die a million people of the Bangladesh The story of Bangladesh

Is an ancient one again made fresh?

By blind men who carry out commands.....

এই কনসার্টের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) বাংলাভাষী জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়নের কথা জানতে পারে সারা বিশ্ব। এই কনসার্টের হাত ধরে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। এ কনসার্টের মাধ্যমে পৃথিবীর মানবতাবাদী মানুষরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন স্বাধীনচেতা বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে। এই কনসার্টের কারণে বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও দুর্বল হতে থাকে চেঙ্গিসীয় পাকিস্তানিরা।

এই অনুষ্ঠানের গানের একটি সংকলন কিছুদিন পরেই ১৯৭১ সালে বের হয় এবং ১৯৭২ সালে এই অনুষ্ঠানের চলচ্চিত্রও বের হয়। গত ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত চলচ্চিত্রটিকে একটি তথ্যচিত্রসহ নতুনভাবে ডিভিডি আকারে তৈরি করা হয়।

কনসার্ট ও অন্যান্য অনুসঙ্গ হতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিলো প্রায় ২,৪৩,৪১৮.৫১ মার্কিন ডলার, যা ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয়।

কমপক্ষে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুরু করলেও সেই কনসার্ট থেকে অবিশ্বাস্যভাবে প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার তহবিল সংগৃহীত হয়। এই কনসার্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকা ইউনিসেফ অর্জিত অর্থ বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করে।

>>>>>>> গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- জর্জ হ্যারিসন এবং রবি শংকরের (ভারত) উদ্যোগে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল– নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে (১ আগস্ট, ১৯৭১ সালে)।
- 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' যার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়– জর্জ হ্যারিসন।
- 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর প্রযোজনা করেন– জর্জ হ্যারিসন ও অ্যালেন ক্লেইন।
- 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এর পরিচালক ছিলেন– সল সুইমার।
- জর্জ হ্যারিসনের (যুক্তরাজ্যের নাগরিক) দলের নাম– বিটলস্।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ লোক সমাগম হয়– প্রায় ৪০ হাজার।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ও অন্য অনুষদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ছিল– প্রায় ২ লাখ ৪৩ হাজার ৪১৮.৫১ মার্কিন ডলার।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশের গায়ক বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান– ১৩ অক্টোবর, ২০১৬।

সাংবাদিক সায়মন ড্রিং

কলম আর ক্যামেরা হাতে নিজের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে নিরীহ বাংলাদেশিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাংবাদিক সায়মন ড্রিং। একাত্তর সালে সাইমন ড্রিংয়ের বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। তিনি তখন নামকরা পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফের একজন সাংবাদিক। অন্যদিকে তখন আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানি সামরিক সরকার ২৫ মার্চ বিশ্বের বড় বড় সংবাদ মাধ্যমগুলোর ৪০ সাংবাদিককে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়েছিল। সেই সুযোগে টেলিগ্রাফের সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশে আসেন সায়মন ড্রিং। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের চিত্র তিনি তুলে ধরেন বিশ্ববাসীর সামনে। এক সময় সাংবাদিকদের জন্য অবস্থা প্রতিকূলে চলে গেলে তিনি দেশত্যাগ না করে লুকিয়ে থাকেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। তিনি ২৭ তারিখে পকিস্তানি বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসেন শহরে। ঢাকার বুকে তখন হত্যা, ধ্বংস আর লুটপাটের চিহ্ন। পর্যাপ্ত ছবি আর প্রত্যক্ষ ছবিগুলো নিয়ে তিনি পালিয়ে চলে গেলেন ব্যাংককে। আর সেখান থেকে প্রকাশ করলেন 'ট্যাঙ্কস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান'। বিশ্ববাসীর সামনে তিনি তুলে ধরলেন নির্মম বাস্তবতাকে। তার পাঠানো খবরেই নড়েচড়ে বসল পুরো বিশ্ব।

অ্যান্থনি মাস্কারেনহাস

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস (১৯২৮ - ডিসেম্বর ৬, ১৯৮৬) জন্মসূত্রে ভারতীয় গোয়ানীজ খ্রিস্টান এবং বসবাস সূত্রে পাকিস্তানি। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছুকাল এদেশে সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। করাচী থেকে প্রকাশিত দ্য মর্নিং নিউজ-এর প্রধান সংবাদদাতা এবং পরবর্তীতে সহ-সম্পাদক পদে কর্মরত ছিলেন ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সনের মে মাস পর্যন্ত। একাত্তর সনের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে এসে গণহত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এরপর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের সানডে টাইম্‌স পত্রিকায় গণহত্যার তথ্যাদি প্রকাশ করেন। এজন্য তিনি স্বয়ং ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। পত্রিকাটির ১৯৭১ সনের জুন ১৩ সংখ্যায় এ সকল তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। এতে বিশ্ব বিবেক অনেকাংশেই জাগ্রত হয় এবং বিশ্ববাসী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে পারে। তিনি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী অন্তরঙ্গ আলোকে প্রত্যক্ষ করে সাংবাদিকসুলভ ভঙ্গিতে তা বর্ণনা করেছেন। তার লেখা বই হচ্ছে "দা রেইপ অব বাংলাদেশ" এবং "বাংলাদেশের রক্তের ঋণ"।

এডওয়ার্ড কেনেডি

১৯৭১ এ বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় রিপাবলিকান পার্টি। আর তাদের সমর্থন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এনেছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুর্দশা নিজের চোখে দেখে এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে মর্মস্পর্শী একটি প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিলেন তিনি। "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও এ দেশের মানুষের প্রতি মমতা ও ভালবাসা এভাবেই প্রকাশ করে গেছেন তিনি। এটা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।"

অকৃত্রিম বন্ধু অ্যাডওয়ার্ড

বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছিলেন। তাদেরই একজন মহান ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশিদের অকৃত্রিম বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি। অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর পাশবিকতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এক কোটি শরণার্থীর দুর্দশা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে কেনেডি সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট করেছিলেন 'ক্রাইসিস ইন সাউথ এশিয়া'। ইতিহাসে এই রিপোর্টটির গুরুত্ব অনেক। এ রিপোর্টে কেনেডি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার কথা বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন মার্কিন প্রশাসনের সামনে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন দেশে গিয়ে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সাহায্য চেয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে আসেন। এখানে তিনি একটি শোভাযাত্রায় অংশ নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করে গেছেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত।

জোসেফ ও'কনেল

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বন্ধু জোসেফ ও'কনেল টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম গবেষণা বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের বশে তিনি ও তার সহধর্মিণী ক্যাথলিন ও'কনেল দীর্ঘদিন ধরে বাংলা চর্চা করেছেন। জোসেফ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। বিদেশে যে কয়জন বন্ধু বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ভাষার প্রতি সত্যিকারে দরদ দেখিয়েছিলেন তাদের একজন তিনি।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় জনমত তৈরি করেন।

কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ

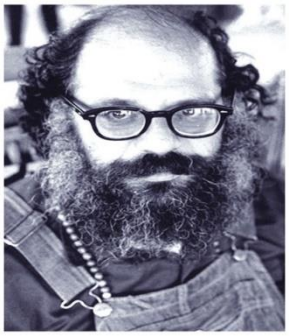

কবি এবং কাব্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আলোড়ন তুলেছিল। সেই কবির নাম অ্যালেন গিন্সবার্গ। তিনি একজন মার্কিন কবি। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ওপর তিনি লিখেছিলেন একটি দীর্ঘ কবিতা। কবিতাটির নাম ছিল- 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। তার কবিতাটি ছুঁয়ে যায় হাজারও মানুষের হৃদয়।কবিতাটি ছিল মোট ১৫২ লাইন। নিপীড়িত মানুষের হাহাকার মেশানো, যুদ্ধের বাস্তবচিত্র কবিতার অক্ষরে অক্ষরে জানান দিয়ে যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দৃশ্য। তার কবিতা শুনে ও পড়ে অশ্রুসজল হয়ে পড়েন হাজারও মানুষ। বাংলাদেশের পক্ষে একাত্ম হয়ে ওঠেন বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অগণিত সাহিত্যপ্রেমিক। তার কবিতাটির কয়েকটি লাইন এখনো অনেকের মুখে মুখে চলে আসে। 'মিলিয়নস অব সোলস নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান, হোমলেস অন যশোর রোড আন্ডার গ্রে সান, আ মিলিয়ন আর ডেড, দ্য মিলিয়নস হু ক্যান, ওয়াক টুওয়ার্ড ক্যালকাটা ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান'। কবিতার ইস্ট পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তানই হলো বর্তমান বাংলাদেশ। তার এ কবিতার সূত্র ধরেই বিখ্যাত বাঙালি গায়িকা মৌসুমী ভৌমিক কবিতাটির কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে তৈরি করেছেন তার 'যশোর রোড' গানটি।

'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি :

Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road -long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts
Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go
One Million aunts are dying for bread
One Million uncles lamenting the dead
Grandfather millions homeless and sad
Grandmother millions silently mad
Millions of daughters walk in the mud
Millions of children wash in the flood
A Million girls vomit & groan
Millions of families hopeless alone.....

সিডনি শ্যানবার্গ

সিডনি শ্যানবার্গ ছিলেন দি নিউইয়র্ক টাইমস এর একজন সাংবাদিক। তিনি ১৯৩৪ সালের ১৭ই জানুয়ারি আমেরিকার ক্লিনটন মাসাচুয়েটস এ জন্মগ্রহন করেন ।১৯৫৯ সালে তিনি দি নিউইয়র্ক টাইমস এ যোগদেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চএর হত্যাকান্ড তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন। সে সময় তিনি ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। হোটেলের জানালা দিয়ে তিনি দেখেন ইতিহাসের এক ভয়ানক হত্যাকান্ড । তিনি পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর অসংখ্য খন্ড খন্ড প্রতিবেদন পাঠান যার অধিকাংশ ছিল শরণার্থী বিষয়ক। তার প্রতিবেদনে পুরো বিশ্ব জানতে পারে পাক বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং ভারতে অবস্থিত শরণার্থী দের অবস্থা। তার অসংখ্য প্রতিবেদনের একটি নির্ববাচিত সংকলন প্রকাশ করেছে ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ । সংকলনটির নাম ডেটলাইন বাংলাদেশ-নাইন্টিন সেভেন্টিন ওয়ান। অনুবাদ ও সংকলন করেছেন মফিদুল হক ।

পল কনেট দম্পতি

লন্ডনে বাংলাদেশের নিরীহ জনমানুষের ওপর অস্ত্র ব্যবহারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল পল কনেট দম্পতি। পাকিস্তান দোসররা বাংলাদেশে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে এ খবরে তারা আর চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন, বাংলাদেশের খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধপথ্য পাঠানোর জন্য তিনি 'অপারেশন ওমেগা' নামে একটি সংস্থা করেন। লন্ডনের ক্যামডেন এলাকায় তারা 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' নামে একটি কার্যালয় খোলেন। পাকিস্তানি সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জনমত গঠন করতে ১ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে বিশাল জনসভার আয়োজন করেন তারা। এ ছাড়া বাংলাদেশে ত্রাণ কার্যক্রম চালাতে পল নিজেই চলে আসেন। পলের সঙ্গে তার স্ত্রী এলেন কনেটও বাংলাদেশে এসেছিলেন। ট্রাফালগার স্কয়ারে বিশাল জমায়েত শেষে একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলেন ভারতে আসেন। সেখান থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢোকেন বাংলাদেশে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। পরে পাকিস্তানের সামরিক আদালত তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মুক্তি পান।

লেয়ার লেভিন

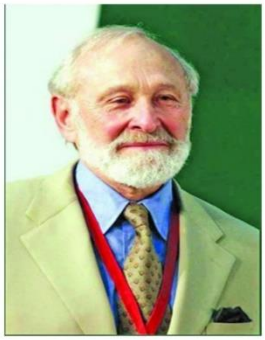

পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতার কাহিনী বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেবেন- এ মন্ত্রেই '৭১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্যামেরা হাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন 'মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র সঙ্গে। তারা একটি ট্রাকে ঘুরে বেড়াতেন ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আর মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। সুযোগ পেলে দেশের ভিতরের মুক্তাঞ্চলেও চলে আসতেন। আর সেখানে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলাদের দেশাত্মবোধক গান শুনিয়ে, পুতুলনাচ দেখিয়ে উজ্জীবিত করতেন। প্রায় ২০ ঘণ্টার ক্যামেরা ফুটেজ তৈরি করলেন তিনি। তারপর ফিরে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রে। শুরু করলেন ডকুমেন্টারিটি তৈরির কাজ। কিন্তু টাকার অভাবে শেষ করতে পারলেন না ডকুমেন্টারিটি। পরে অবশ্য আমাদের দেশের আরেকজন বিখ্যাত পরিচালক তারেক মাসুদ আর তার স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ লেভিনের কাছ থেকে ফুটেজগুলো নিয়ে তৈরি করেন 'মুক্তির গান'।

আন্দ্রে মালরো

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই মালরো একাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তার বক্তৃতা-বিবৃতি আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন আন্তর্জাতিক প্রেরণা হয়ে উজ্জীবিত করেছিল সে সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। ফ্রান্স সরকারের উদ্দেশ্যে তার করা আকুতি :

"আমাকে একটি যুদ্ধবিমান দাও, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের শেষ লড়াইটা করতে চাই।

বিদেশি সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ :

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী প্রচার মাধ্যম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদিকরা সারা বিশ্বে তুলে ধরে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ।

- ডেইলি টেলিগ্রাফ এর সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ২৬ মার্চের গণহত্যার বিবরণ বিশ্ববাসীর নজরে নিয়ে আসেন ৩০ মার্চে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে।
- 'গার্ডিয়ান' ৩১ মার্চ সংবাদ প্রকাশ করে 'A Massacre in Pakistan' শিরোনামে।
- ৩ এপ্রিল প্রকাশিত 'ইকোনমিস্ট' পত্রিকায় শিরোনাম ছিল- 'Unity at gumpoint'
- গার্ডিয়ানের শিরোনাম প্রচারিত হতো বিবিসিতে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়....	
জাতিসংঘের মহাসচিব	উ থান্ট (মায়ানমার)
মার্কিন প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
মার্কিন নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো
ভারতের প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রেসিডেন্ট	ভি ভি গিরি
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধি	সমর সেন
চীনের প্রধানমন্ত্রী	চৌ এন লাই

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে অবস্থান করে– ৩ মাস।
- ভারতীয় মিত্রবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ত্যাগ করে- ১২ মার্চ, ১৯৭২ সালে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কত লোক ভারতে আশ্রয়লাভ করে- প্রায় এক কোটি।
- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল- লন্ডন।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা যে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে- বিবিসি।
- বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার যে কর আরোপ করে- 'শরণার্থী সহায়তা কর'।

(xvi) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বিশেষ করে দুই পরাশক্তি- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রাইজিং পাওয়ার (Rising Power) হিসেবে বিবেচিত ভারত ও চীনের ভূমিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। উল্লেখিত শক্তিসমূহের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিবেচনায় বিপক্ষ শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট ও সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ এবং চীনা জনগনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। তবে একথা সত্য যে, কোন শক্তিই কেবল আদর্শগত কারণ বা মানবিক কারণে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন বা এর বিরোধিতা করেনি, বরং এর পিছনে ছিল প্রত্যেক শক্তিরই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল ভারত তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহির্বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হয় সে প্রতিক্রিয়ায় ভারতই প্রথম দেশ- যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত পজেটিভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারত এত ও তপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার প্রশাসন :

পদ	ব্যাক্তির নাম
প্রেসিডেন্ট	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি (ভিভি গিরি)
প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	সমর সেন
পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণ :

১. রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্যের প্রধান বিবেচনা ছিল রাজনৈতিক।
২. নকশাল আন্দোলন দমন করা
৩. শরণার্থী সমস্যা সমাধান
৪. মানবিক কারণে স্বাধীকার আন্দোলনে সহযোগিতা করা।

মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন ও সহযোগিতায় ভারতের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

১. প্রশিক্ষণ দান : 'যুব শিবির' ও 'অভ্যর্থনা শিবির'-এর মাধ্যমে সেক্টর কমান্ডারদের অধীন নিয়মিত বাহিনীকে ট্রেনিং করানো, তরুণ সম্প্রদায়কে রিক্রুট করা ও প্রশিক্ষণ দান, বিভিন্ন গেরিলা সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
২. **মুজিব বাহিনী গঠন :** ভারত যে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিল তার প্রমাণ মুজিব বাহিনী গঠন। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে নেতৃত্ব যেন কমিউনিস্ট বা চরমপন্থীদের হাতে চলে না যায় সেজন্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শে সজ্জিত একদল তরুণ ও যুবকদের নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।
৩. **অস্ত্র প্রদান :** মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করেছিল। শক্তিশালী পাকিস্তানি আর্মির মোকাবেলা করতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমদানি এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সরবরাহ করে ভারত মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।
৪. **শরণার্থীদের আশ্রয় দান :** শরণার্থীদের আশ্রয় দান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার আরেক অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিদিন ২০ হাজার হতে ৪৫ হাজার অসহায় নিরস্ত্র বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (২৬ মার্চ হতে ডিসেম্বরের প্রথম

সপ্তাহ)। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলিয়ে প্রায় এক কোটির মত লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এ বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পিছনে ভারত সরকারের বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। উল্লেখ্য, মোট ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়েছিল ৫৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫. **বেতার কেন্দ্রের জন্য ট্রান্সমিটার প্রদান :** মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের (মুজিবনগর সরকারের) প্রচার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি বেতার কেন্দ্র। তাই ভারত সরকার ৫০ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার যন্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

৬. **ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর :** ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জারের প্রচেষ্টায় এবং পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সাথে চীনের বরফ শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। এর ফলে চীন ও আমেরিকার কাছে পাকিস্তান প্রিয় হয়ে ওঠে- যা ভারতের জন্য ছিল উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ২০ বছরের মৈত্রী চুক্তি করে- যার মূল বিষয় ছিল দু'দেশের কেউ আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে। এর ফলে মুক্তিকামী জনতার মনোবল বহুগুণে বেড়ে যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সামরিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত আরও দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়।

৭. **আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রচারণা :** প্রথমদিকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কোন মিশন ছিল না। পরবর্তী সময়ে কিছু মিশন স্থাপিত হলেও তা ছিল খুবই সীমিত। তাই যেসব স্থানে ভারতের মিশন ছিল সেসব স্থানে ভারত বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এবং নিরীহ বাঙালির বিরুদ্ধে পাকবাহিনীর অন্যায় আক্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে তৎপরতা চালিয়েছিল।

৮. **বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান :** ভারত কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতার এক উজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে।

৯. **মিত্র বাহিনী গঠন ও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ:১৯৭১ সালের ২১** নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথকমান্ড গঠিত হয়েছিল। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ভারত ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।এ যুদ্ধে ভারতের প্রায় ৪ হাজার অফিসার ও জোয়ান এবং অসংখ্য বেসামরিক লোক শহীদ হয়।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের পাশাপাশি ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বেসরকারি পর্যায়েও ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষকরে ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত রবি শংকর আমেরিকার লস এঞ্জেলস-এ বাংলাদেশ কনসার্টের আয়োজন করে দশ লক্ষ ডলার ইউনিসেফকে দিয়েছিলেন শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য। মকবুল ফিদা হুসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল সোভিয়েত– ভারত মিত্রতা এবং আমেরিকা সোভিয়েত বৈরিতার কারণে। কারণ এই যুদ্ধে আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার প্রশাসন :

পদ	পদ কর্তা
প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পর্দগনি
প্রধানমন্ত্রী	আলেক্রেই কোনিগিন
পররাষ্ট্র মন্ত্রী	আন্দ্রেই গেমিকো

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সহায়তা

ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর : ১৯৭১ সালে ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত ২০ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই মৈত্রী চুক্তির ফলে ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এবং সোভিয়েতের দেওয়া অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা হাতে পায় এবং বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেন : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকা ও আর্জেন্টিনার যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১ সালের ৪, ৫ ও ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেন।

বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিচারে বাঁধা : ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানের আর্মি অ্যাক্ট' এর আওতায় বিচারের নামে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো কর্তৃক পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানকে হুঁশিয়ারি প্রদান।

অষ্টম নৌবহর প্রেরণ : আমেরিকা যখন পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর ৭ম নৌবহরে প্রেরণ করে ১৯৭১ সালে ১৩ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ৮ম নৌবহর প্রেরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় আমেরিকার সরকার প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। কিন্তু আমেরিকার জনগণ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রশাসন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন

প্রেসিডেন্ট : রিচার্ড নিক্সন

পররাষ্ট্র মন্ত্রী : উইলিয়াম রজার

নিরাপত্তা উপদেষ্টা : হেনরি কিসিঞ্জার

সরকার প্রশাসনের নেতিবাচক ভূমিকা : আমেরিকার সরকার প্রশাসনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। বেশির ভাগই নেতিবাচক। সরকার প্রশাসন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেনি। এছাড়াও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৩ বার বাংলাদেশের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে।

আমেরিকার সপ্তম নৌবহর ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ আমাদের বিজয় যখন প্রায় নিশ্চিত এই সময় আমেরিকা তার মিত্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য ভিয়েতনামের টাংকি উপসাগর হতে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রেরণ করে।

- সপ্তম নৌবহরে প্রধান জাহাজ ছিল "USS Enterprise" যা ছিল ৭৫০০০ টন পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যা প্রায় ৭০টির বেশি যুদ্ধ বিমান পরিবহনে সক্ষম।
- USS Enterprise এর অধিনায়ক ছিল অ্যাডমিরাল ডায়মন গর্ডন।

বাংলাদেশের পক্ষে আমেরিকার জনগণ ও প্রশাসন : আমেরিকার বিশেষ করে সাধারণ জনগণ, কবি শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন। আমেরিকার জনগণ বিভিন্ন উৎস থেকে ফাণ্ড সংগ্রহ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে।

- নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ম্যানচেস্টার, গার্ডিয়ান এর মত বিখ্যাত পত্রিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে এবং পাকিস্তানকে গণহত্যা বন্ধের জন্য আহ্বান করে।
- মার্কিন বুদ্ধিজীবীগণ আমেরিকার সরকার প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে ত্রাণ সাহায্য করতে।
- Concert for Bangladesh নামে অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে অনেক অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী স্থানান্তরের জন্য আমেরিকার বিমান বাহিনী সাহায্য করে।
- মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক ২৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি ত্রাণ সাহায্যের ব্যবস্থা প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন।

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝু এনলাই চিঠির মাধ্যমে পাকিস্তানের এর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রথম সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চীন সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু না বললেই গোপনে পাকিস্তানকে অস্ত্র গোলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য করেছে। এছাড়াও চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চীনের প্রথম ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রশাসন :

প্রধানমন্ত্রী	এডওয়ার্ড হিথ
বিরোধী নেতা	মি. উইলসন
পররাষ্ট্র মন্ত্রী	উইলিয়াম পি. রজার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের ভূমিকা ছিল বন্ধুসুলভ। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা জোরালো বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানান। শরণার্থীদের জন্য প্রায় ১ কোটি ৪৭ লাখ ৫০০০০ পাউন্ড ত্রাণ ও অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। এছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশে গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও তা বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে আহ্বান করে।

জাতিসংঘের ভূমিকা : ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ বাংলাদেশে চলমান গণহত্যা বন্ধ ও ত্রাণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানবিক সাহায্য সরবরাহ করার জন্য জাতিসংঘ ভারতে এবং বাংলাদেশে দুটি মিশন চালু করে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথান্ট ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের আশ্রয় এবং ত্রাণ তৎপরতার জন্য দুটি স্বতন্ত্র ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সহযোগিতার পেছনেই একটা বড় সত্য, তা হলো জাতিসংঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে, নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে জাতিসংঘ সরাসরি স্বীকৃতি না দিলে ও ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দান করে।

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

সংবাদপত্রে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা, বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী, নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও তৎপরতা, প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলনের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। এদের মধ্যে-

মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত

জয় বাংলা, বাংলাদশ বঙ্গবাণী, স্বদেশ, রণাঙ্গন, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, সোনার বাংলা, বিপ্লবী বাংলাদেশ, জন্মভূমি, বাংলার রাণী, নতুন বাংলা।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত

বাংলাদেশ নিউজ লেটার, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন, শিক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কানাডা থেকে

বাংলাদেশ স্ফুলিঙ্গ নামক সংবাদ প্রকাশিত হতো।

কলকাতা থেকে

আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা' খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটি পাঠ করে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

এছাড়াও সাংবাদিক এন্থনি ম্যাসকারেনহাস বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের চাঞ্চল্যকার তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচিত করেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এন্থনি দুটি বইও লিখেন। যথা– The Rape of Bangladesh' (১৯৭১ খ্রি.) এবং Bangladesh : A Legacy of Blood (১৯৮৬ খ্রি.)।

মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা :

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীরা (এম আর আখতার মুকুল, আপেল মাহমুদ (সংগীতশিল্পী), আব্দুল জব্বার (সংগীতশিল্পী), মোহাম্মদ শাহ প্রমুখ) মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার বিপুল উৎস ছিলেন। তাদের "সাংস্কৃতিক যোদ্ধা" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সর্বাত্মক এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিল সমানভাবে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ৬-দফার জন্য লড়াই, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সর্বত্রই ছিল নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। নারীরা সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছে, আবার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২০৩ জন সবচেয়ে বেশি দিনাজপুর জেলায় ২১ জন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

ট্রেইনিংয়ে অংশগ্রহণ : কলকাতার গোবরা ও BLF ক্যাম্পে প্রায় ৩০০ নারী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশে নেয়।

পুরুষের পোশাকে নারী : শিরিন বানু মিতিল, আলেয়া বেগম পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।

এছাড়াও–

- গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে নারী।
- চিকিৎসা ও সেবা ক্ষেত্রে আহত মুক্তিযোদ্ধার সাহায্য করে।
- মুক্তিযুদ্ধে মায়েদের আত্মত্যাগ শহিদ রুমীর মা জাহানার ইমাম ও শহীদ আজাদের মায়ের অনুপ্রেরণা।
- মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, খাবার, ঔষধ ও কাপড় প্রদান।
- মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাক বাহিনী ও রাজাকারের অবস্থান এর খবর জানানো।
- নারী গবেষক ও শব্দ সৈনিক হিসেবে।

মুক্তিযুদ্ধে কয়েকজন নারী মুক্তিযোদ্ধা : ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, তারামন বিবি, কাকন বিবি, পুষ্পরাণী, শুল্কবৈদ্য, মালতী রাণী শুল্কবৈদ্য, হীরামণি সাঁওতাল, ফারিজা খাতুন, সাবিত্রি নায়েক, রাজিয়া খাতুন।

মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত নারী : মুক্তিযুদ্ধে নারী বীরপ্রতীক তিনজন।

ক্যাপ্টেন ডাঃ সিতারা বেগম (বীরপ্রতীক– ১৯৭২)

জন্ম : ১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২নং সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দারের বোন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত খেতাব : বীরপ্রতীক (১৯৭২ সালে প্রাপ্ত)

মুক্তিযুদ্ধে অবদান : তিনি ২নং সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের মেঘালয়ে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসাপাতালে' তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। এছাড়াও তিনি নিয়মিত আগরতলা হতে মেঘালয়ে ঔষধ আনার কাজ করেন।

তারামন বিবি (বীরপ্রতীক– ১৯৭৩)

জন্ম : ১৯৭৫ সালে কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত খেতাব : (বীরপ্রতীক- ১৯৭৩ সাল) তাকে ১৯৯৫ সালে প্রথম খুঁজে পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা : তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে নিজ গ্রাম মাধবপুরে ১১নং সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরের নেতৃত্বে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। মুহিব হাবিলদার নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৩/১৪ বছর।

তিনি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করতেন পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মৃত্যু : ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ সাল।

কাকন বিবি

কাকন বিবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা বীরাঙ্গণা ও গুপ্তচর। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে বীরপ্রতীক খেতাব পান, কিন্তু সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশিত হয়নি।

জন্ম ও পরিচয় : ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে একগ্রামে। তার বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের দোয়াব বাজার উপজেলা। তার আসল নাম কাঁকাত হেনিনচিতা। তিনি মুক্তিবেটি নামে পরিচিত। উপজাতি খাসিয়া। বিয়ের পর তার নাম হয় নূরজাহান বেগম।

খেতাব : বীরপ্রতীক খেতাব পান ১৯৯৭ সালে, কিন্তু গেজেট প্রকাশ হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে অবদান : তিনি ৫নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পাকবাহিনীর দ্বারা পাশবিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা শুরু করেন। তিনি প্রথমে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে তিনি প্রায় ২০টি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরঙ্গণা)

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের হাতে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন এবং 'বীরঙ্গণা' স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেন জাতির পিতা। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর ২০১৪ সালের ১০ অক্টোবর নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করেন মোট ৩৩৯ জন।

- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল– ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান ছিল– বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল– বাংলাদেশের পক্ষে।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করে- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র, সেনা ও আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল– ভারত।
- যৌথবাহিনী গঠিত হয়েছিল– মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়ে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ পেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল– চীন।

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে: জেনারেল নিয়াজীর নিকট পত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমান্ডের ইস্টার্ন প্রধান লে: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। বিকেল ৪টা ১৩ মিনিটে অনুষ্ঠিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পাক বাহিনীর ৯৩০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

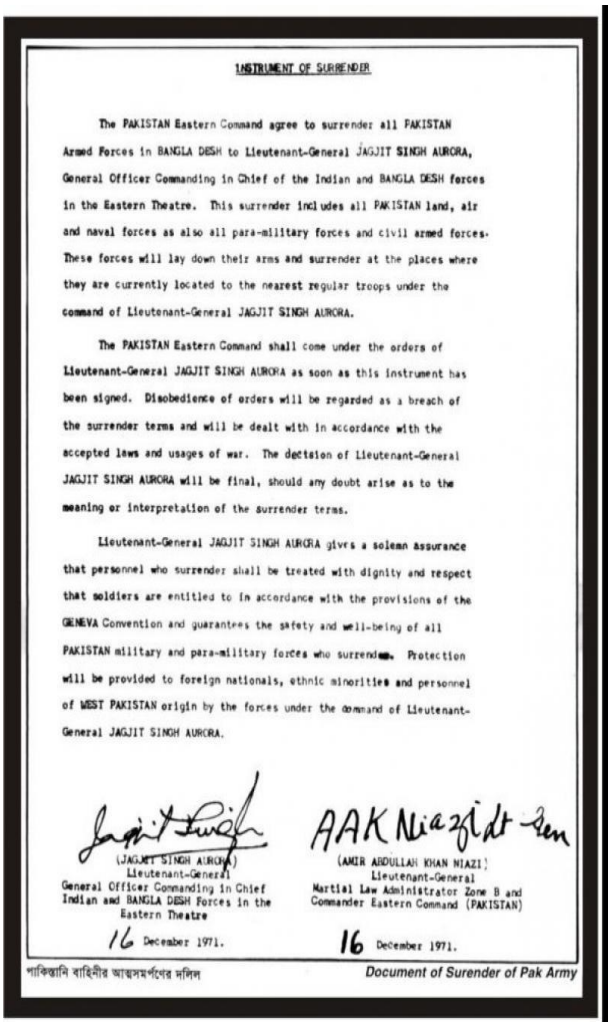

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre
16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)
16 December 1971.

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল
Document of Surender of Pak Army

তথ্য কণিকা

- ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৭১।
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন- জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
- পাকিস্তানি পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন- জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী।
- প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা- যশোর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- বাংলাদেশ পাক হানাদার মুক্ত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে- ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য।
- বেসরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয়- ১ ডিসেম্বর ।
- নিয়াজী যে দূতাবাসের সাথে আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা করে- মার্কিন দূতাবাস।
- যৌথবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- যে পাক সেনানায়ক প্রথম আত্মসমর্পণ করেন- মেজর জেনারেল জামশেদ ।
- বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে আসেন- ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক শেখ মুজিবর রহমান ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন- ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশ কোনটি?

ক) ব্রিটেন খ) ভারত

গ) রাশিয়া ঘ) যুক্তরাষ্ট্র **ঘ**

২. জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন কতটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল?

ক) ১টি খ) ২টি

গ) ৩টি ঘ) ৪টি **খ**

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন দুইটি স্থায়ী রাষ্ট্র?

ক) যুক্তরাজ্য ও চীন

খ) যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স

গ) চীন ও যুক্তরাষ্ট্র

ঘ) রাশিয়া ও ফ্রান্স **গ**

৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-

ক) ফ্রান্স

খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

গ) চীন

ঘ) ব্রিটেন **গ**

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন–

ক) মিকাইল গর্ভাচেভ

খ) নিকিটা ক্রুসেভ

গ) নিকোলাই পদগর্নি

ঘ) লিওনিড ব্রিজনেভ **গ**

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব ৪ পর্বে বিভক্ত।

খেতাব	সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন
বীরউত্তম	৬৭ জন
বীরবিক্রম	১৭৪ জন
বীরপ্রতীক	৪২৪ জন
মোট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	৬৭২ জন

★ ৬ জুন ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দন্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তাই বর্তমান খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ৬৭২ জন।

তথ্য কণিকা

- মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মোট সদস্য- ৬৭২ জন ।
- প্রথম বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত- লে. কর্নেল আবদুর রব (চিফ অব স্টাফ)।
- প্রথম বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত- মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- প্রথম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- মোহাম্মদ আবদুল মতিন।
- প্রথম নারী বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম।
- খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র উপজাতীয়/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধা- ইউ কে চিং মারমা।
- বিদেশি বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ডব্লিউ এ এস ওভারল্যান্ড (নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক)।

বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবী	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	১নং
	মৃত্যু	৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে
সিপাহী মোস্তাফা কামাল	জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	সিপাহী
	সেক্টর	২নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈত্রিক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এশটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম 'ব্লু-বার্ড-১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং জুন, ২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	চলচ্চিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)
	পদবী	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	৮নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	জন্ম	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খদ্দখালিশপুর
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	সিপাহী
	সেক্টর	৪নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১
	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবস্যার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবর স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন 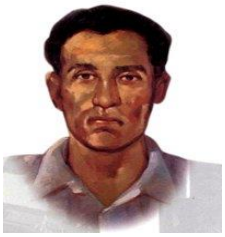	জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবী	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
	সেক্টর	১০ নং
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.
	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে/বঙ্গোপসাগরে সলিল সমাধি
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষে শহীদ হন।
	সমাধি	চাঁপাই নবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম ও ইউনিয়ন

২০০৭ সালে বীরশ্রেষ্ঠদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বীরশ্রেষ্ঠদের নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম তাদের নামে করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ	পূর্বনাম	বর্তমান নাম	উপজেলা ও জেলা
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	রামনগর	মতিউর নগর	রায়পুরা, নরসিংদী
সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	খোর্দ খালিশপুর	হামিদ নগর	মহেশপুর, ঝিনাইদহ
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল	মৌটুপী	মোস্তাফা কামাল নগর	আলীনগর, ভোলা
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন	বাগপাঁচড়া	রুহুল আমিন নগর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	সালামতপুর	রউফ নগর	মধুখালী, ফরিদপুর
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	মহিষখোলা	নূর মোহাম্মদ নগর	সদর, নাড়াইল

বি.দ্র. : বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তার দাদার নামে, তার ইউনিয়ন আগরপুর বদলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।

তথ্য কণিকা

- দুজন মহিলা বীরপ্রতীক হলেন- তারামন বিবি ও ডা. সেতারা বেগম।
- মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক- নেদারল্যান্ড জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড (১ মে, ২০০১ মৃত্যুবরণ করেন)।
- সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা- শহীদুল ইসলাম বীর প্রতীক (মুক্তিযুদ্ধকালে বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর; ২৫ মে, ২০০৯ মৃত্যুবরণ করেন)।
- ডা. সেতারা বেগম সেনাবাহিনীতে যে পদে ছিলেন-ক্যাপ্টেন।
- তারামন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেন- ১১নং।
- তারামন বিবিকে সরকার যে বাড়ি দান করে তা অবস্থিত কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায়।
- দেশের একমাত্র পাহাড়ি আদিবাসি বীর বিক্রম- ইউ কে চিং মারমা (মৃত্যু ২০১৫)।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াবলি

- মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়- ২৯ জুলাই, ১৯৭১।
- প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করে- মুজিবনগর সরকার।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট-এর ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার যে কয় প্রকার ডাকটিকিট প্রকাশ করে- ৮ প্রকার। যথা: ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাক মূল্যের।
- বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিট একযোগে প্রকাশিত হয়- মুজিবনগর, কলকাতা ও লন্ডন।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- বিপি চিতনিশ।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের মূল্য ছিল- ২০ পয়সা।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটে ছবি ছিল- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের।
- ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা দিবস প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রতীক ছিল- সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি।
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- নিতুন কুণ্ডু।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসে যে কয় ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ৩ ধরনের (৭৫ পয়সা ৬০ পয়সা ও ২০ পয়সা)।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- কে জি মোস্তফা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়

- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম- Ministry of Liberation War Affairs.
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রতিমন্ত্রী- অ্যাডভোকেট রেদোয়ান আহমেদ।
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা- বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম- মুক্তিবার্তা।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল

- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠিত হয়- ১৯৭১ সালে।
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে বাফুফে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেয়- ৪ জানুয়ারি, ২০০৯।

সপ্তম নৌ-বহর

- সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজের সমন্বয়ে গঠন করা হয়- 'টাস্কফোর্স- ৭৪'।
- স্বাধীনতাযুদ্ধকালে ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগরে অবস্থানরত মার্কিন সপ্তম নৌবহর যে কারণে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তা করার জন্য; ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

দেশ/সংস্থা	পদ	পদকর্তা
জাতিসংঘ	মহাসচিব	উ থান্ট
ভারত	প্রেসিডেন্ট	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি
	প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	রণ সিং
	জাতিসংঘ নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	সমর সেন
	পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
সোভিয়েত ইউনিয়ন	প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
	প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
	নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
চীন	প্রেসিডেন্ট	দোং বিয়ু
	প্রধানমন্ত্রী	ঝু এনলাই

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব কোনটি?

ক) বীর শ্রেষ্ঠ খ) বীর প্রতীক

গ) বীর বিক্রম ঘ) বীর উত্তম **ক**

২. বাংলাদেশে মোট রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কত?

ক) ৬৮ জন খ) ১৭৫ জন

গ) ৪২৬ জন ঘ) ৬৭২ জন **ঘ**

৩. বাংলাদেশের কোনো জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক কী?

ক) বীর শ্রেষ্ঠ খ) বীর উত্তম

গ) বীর প্রতীক ঘ) বীর বিক্রম **খ**

৪. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ছিলেন–

ক) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট

খ) ক্যাপ্টেন

গ) ল্যান্স নায়েক

ঘ) স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার **ঘ**

৫. 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হলেন-

ক) জাহানারা ইমাম

খ) কাঁকন বিবি

গ) ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী

ঘ) তারামন বিবি **ঘ**

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

মহাদেশ	দেশ	তারিখ
এশিয়া	ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	ইরাক	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
ইউরোপ	পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
	পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
	নরওয়ে	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	ইতালি ফ্রান্স	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
আফ্রিকা	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মরিশাস	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	গাম্বিয়া	২ মার্চ, ১৯৭২
	গ্যাবন	৬ এপ্রিল, ১৯৭২
	আলজেরিয়া	
উত্তর আমেরিকা	বার্বাডোস	২০ জানুয়ারি, ১৯৭২
	কানাডা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
	মেক্সিকো	১০ মে, ১৯৭২
দক্ষিণ আমেরিকা	ভেনেজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
	মেক্সিকো	১১ মে, ১৯৭২
	ব্রাজিল	১৫ মে, ১৯৭২
	আর্জেন্টিনা	২৫ মে, ১৯৭২

তথ্য কণিকা

- প্রথম দেশ হিসেবে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে-৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ৮ জুলাই, ১৯৭২।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আমেরিকান দেশ- বার্বাডোস।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড।

- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ- ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)।
- সেনেগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ- পূর্ব পোল্যাণ্ড
- চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ২১ আগস্ট, ১৯৭৫।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোন দেশ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে?

ক) ভুটান খ) ভারত

গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) যুক্তরাজ্য **ক**

২. ভুটান কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

ক) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১

গ) ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঘ) ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ **গ**

৩. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম-

ক) ভারত খ) রাশিয়া

গ) ভুটান ঘ) ইরান **ক**

৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?

ক) যুক্তরাজ্য খ) পূর্ব জার্মানি

গ) স্পেন ঘ) গ্রিস **খ**

৫. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব মুসলিম দেশ কোনটি?

ক) ইন্দোনেশিয়া খ) মালয়েশিয়া

গ) মালদ্বীপ ঘ) পাকিস্তান **খ**

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৮৪
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	১৯৮৪
স্মৃতি ৭১	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৯৫
একাত্তরের যীশু	নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু	১৯৯৪

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান	১৯৭১
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান	১৯৭২
ডেটলাইন বাংলাদেশ	ব্রেন টাগ	১৯৭১
দ্যা লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	১৯৭১
স্মৃতি একাত্তর	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭১
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৫
মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৯
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র

নাম	পরিচালক	সন
ওরা এগারজন	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭২
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭৪
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	১৯৭২
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	১৯৭২
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত	১৯৭২
জয়বাংলা	ফখরুল আলম	১৯৭২
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম	১৯৭৩
ধীরে বহে মেঘনা	আমগীর কবির	১৯৭৩
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	১৯৭৩
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	১৯৭৪
মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশিদ	১৯৭৬
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭৯
কলমিলতা	শহীদুল হক খান	১৯৮১
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ	১৯৯৪
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৯৭
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ	২০০২
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ	২০০৪
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	২০১১
গেরিলা	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ	২০১১

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও লেখকের নাম

নাম	লেখকের নাম
অবরুদ্ধ নয় মাস	আতাউর রহমান খান
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা	মেজর এম এ জলিল
আমি বীরঙ্গনা বলছি	নীলামা ইব্রাহিম
আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের নিশান ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের চিঠি (পত্রসংকলন)	গ্রামীণফোন ও প্রথম আলো
দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ	অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
লিগাসি অব ব্লাড	অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
মা	আনিসুল হক
এ গোল্ডেন এজ	তাহমিনা আনাম
সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিন্সবার্গ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক
বিধ্বস্ত রোদে ঢেউ	সরদার জয়েনউদ্দিন
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আমজাদ হোসেন
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
জলাংগী	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তবে বঙ্গে (গল্প)	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দিন
নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

গান	গীতিকার	সুরকার
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহামুদ
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার
একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
এ পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর	আবু জাফর
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
পদ্মা মেঘনা যমুনা	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
সবকটি জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	নজরুল ইসলাম বাবু
দুর্গম গিরি কান্তার	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান
সোনায় মোড়ানো বাংলা	মকসুদ আলী খান (সাঁই)	মকসুদ আলী খান (সাঁই)
ভয় কি মরণে	মুকুন্দ দাস	মুকুন্দ দাস
বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

ক) শঙ্খনীল কারাগার খ) কাঁটাতারের প্রজাপতি

গ) জাহান্নাম হইতে বিদায় ঘ) আর্তনাদ **গ**

২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা কোনটি?

ক) একাত্তরের দিনগুলি

খ) এইসব দিনরাত্রি

গ) নূরুলদীনের সারা জীবন

ঘ) সৎ মানুষের খোঁজে **ক**

৩. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

ক) নিষিদ্ধ লোবান খ) নেকড়ে অরণ্য

গ) রাত্রিশেষ ঘ) বন্দী শিবির থেকে **ঘ**

৪. 'সব ক'টি জানালা খুলে দাও না' এর গীতিকার কে?

ক) মরহুম আলতাফ মাহমুদ

খ) মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু

গ) ড. মনিরুজ্জামান

ঘ) মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল **খ**

৫. মার্কিন কোন কবি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি রচনা করেছিলেন?

ক) ওয়াল্ট হুইটম্যান

খ) অ্যালেন গিনসবার্গ

গ) উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম

ঘ) রবার্ট ফ্রস্ট **খ**

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থান	স্থপতি
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার	সৈয়দ মঈনুল হোসেন
জাগ্রত চৌরঙ্গী	গাজীপুর চৌরাস্তা	আবদুর রাজ্জাক
বিজয়োল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন	শামীম শিকদার
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস
স্বাধীনতা	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	হামিদুজ্জামান খান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	মেহেরপুর	তানভীর কবীর
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি সড়ক	শামীম শিকদার
অপরাজেয় বাংলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মুক্ত বাংলা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	রশিদ আহমেদ
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুন্ডু
চেতনা-৭১	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া	মোহাম্মদ ইউসুফ
রক্তসোপান	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর	
বিজয়'৭১	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	খন্দকার বদরুল ইসলাম

জাতীয় স্মৃতিসৌধ :

জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা। এর অন্য নাম সম্মিলিত প্রয়াস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য ত্যাগ ও শৌর্যের স্মৃতি হিসেবে সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে। অসমান উচ্চতা ও স্বতন্ত্র ভিত্তির ওপর সাতটি ত্রিভুজাকৃতির প্রাচীর নিয়ে মূল সৌধটি গঠিত। সর্বোচ্চ স্তম্ভটি সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্যের ভিত্তির ওপর, আর সর্বদীর্ঘ ভিত্তির ওপর স্থাপিত স্তম্ভটি সবচেয়ে কম উচ্চতার স্তম্ভ।প্রাচীরগুলি মাঝখানে একটি ভাঁজ দ্বারা কোণাকৃতির এবং একটির পর একটি সারিবদ্ধভাবে বসানো। কাঠামোটির সর্বোচ্চ বিন্দু বা শীর্ষ ৪৫.৭২ মিটার উঁচু। কাঠামোটি এমনভাবে বিন্যস্ত যে, ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে একে ভিন্ন ভিন্ন অবকাঠামোয় পরিদৃষ্ট হয়।

চিত্র: সাতটি স্তম্ভ দিয়ে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ

স্থপতি মূল স্তম্ভটি নির্মাণে সিমেন্ট-পাথরের কংক্রিট ব্যবহার করলেও এর সংলগ্ন অন্যান্য অবকাঠোমো ও পেভমেন্ট নির্মাণে লাল ইট ব্যবহার করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের ব্যবহার মূল স্তম্ভটির গাম্ভীর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সমগ্র কমপেক্সটি ৩৪ হেক্টর (৮৪ একর) জমি জুড়ে বিস্তৃত। একে ঘিরে আছে আরও ১০ হেক্টর (২৪.৭ একর) সবুজ ভূমি। এখানে মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের দশটি গণকবর রয়েছে।

- বিদেশি রাষ্ট্রনায়কগণ সরকারিভাবে বাংলাদেশ সফরে আগমন করলে এই স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন রাষ্ট্রাচারের অনর্ভুক্ত।

অবস্থান : ঢাকা থেকে ৩৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত।

স্থপতি : স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন এর নকশা প্রণয়ন করেছেন।

নির্মাণ ইতিহাস : প্রকল্পটি তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায় শুরহয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে এই স্মৃতিসৌধের শিলান্যাস করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নকশা আহবান করা হয়। ১৯৭৮-এর জুন মাসে প্রাপ্ত ৫৭টি নকশার মধ্যে সৈয়দ মাইনুল হোসেন প্রণীত নকশাটি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মূল স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুর হয় এবং ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বিজয় দিবসের অল্প পূর্বে সমাপ্ত হয়। ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোসেন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের তাৎপর্য: স্মৃতিসৌধটির উচ্চতা ১৫০ ফুট। সৌধটি সাত জোড়া ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল নিয়ে গঠিত। দেয়ালগুলো ছোট থেকে ক্রমশ বড়ক্রমে সাজানো হয়েছে। এই সাত জোড়া দেয়াল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি ধারাবাহিক পর্যায়কে নির্দেশ করে। **১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ** - এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসাবে বিবেচনা করে সৌধটি নির্মিত হয়েছে।

❖ মালদ্বীপের আদ্দু এবং ভারতের ত্রিপুরায় বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : LIBERATION WAR MUSEUM

অবস্থান : এফ-১১/এ-বি, আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠা : ২২ মার্চ, ১৯৯৬ (সেগুন বাগিচা)

ভিত্তি প্রস্তর : ৪ ঠা মে, ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক।

উদ্বোধন : ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভবন : ৯ তলা বিশিষ্ট, যার ভূ-গর্ভস্থ তিনটি তলায় রয়েছে কার পার্কিং আর্কাইভ, ল্যাবরেটরি, প্রদর্শণ ..... ইত্যাদি। নিচ তলায় জাদুঘর কার্যালয় ও মিলনায়তন। প্রথম তলায় শিখা অম্লান, বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার ব্রোঞ্জ ভাসকর্য, (বঙ্গবন্ধুর বামে এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান, তাজউদ্দিন আহম্মেদ, ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী)। এই ব্রোঞ্জ ভাসকর্যের পাশেই রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ কিছু স্থিরচিত্র।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র- চীন।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, ১৯৮৬ সালে, ৪১তম অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী, ২০০১ সালের জুন মাসের জন্য ।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদ (স্বস্তি পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে- ২বার। যথা- ক) ১৯৭৯-১৯৮০ সালে খ) ২০০০-২০০১ সালে।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, ২৯তম অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ (২৯ মে, ২০১৭)।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৮ সালে, UNIMOG-এ।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক পুলিশ কর্মরত রয়েছে- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর।
- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তিমিশন UNTAG-তে।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্বে দেন- এস.পি মিলি বিশ্বাস।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন- বেনিন, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য- ১৩৬তম।

বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভ

বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভের তারিখ নিম্নরূপ–

- কমনওয়েলথ (Commonwealth)-১৮ এপ্রিল, ১৯৭২
- জাতিসংঘ (UN) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষক- ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২
- জাতিসংঘ (UN) এর পূর্ণ সদস্যপদ- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
- আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)- ১৭ জুন, ১৯৭২
- পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১৮ জুন, ১৯৭৬

- পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)- ২৬ এপ্রিল, ১৯৮০
- বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)- ১২ এপ্রিল, ১৯৮৮।
- জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)- ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২।
- জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচি (UNCTAD)- 20 মে ১৯৭২।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)- ১৭ মে, ১৯৭২।
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)- ২২ জুন, ১৯৭২।
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)- ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)- ১৯৭২।
- এসকাপ (ESCAP)- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
- ২ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)- ১৯৭২।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)- ১৯৭৪।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)- ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol)- ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৬।
- রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট- ৩১ মার্চ, ১৯৭৩।
- আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৮ জুলাই, ২০০৬।
- বিশ্ব ডাক সংস্থা- ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)- ১৭ জুলাই, ১৯৯৮।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য-২৬ জুলাই, ১৯৭৭।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর পূর্ণ সদস্য- ২৬ জুন, ২০০০।
- ফিফা (FIFA)- ১৯৭৪।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংস্থায় যত তম সদস্য

- পুর্নগঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৮৮তম।
- জাতিসংঘ (UN)- ১৩৬তম।
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১০৯তম।
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১০৫তম।
- কমনওয়েলথ (Commonwealth)- ৩২তম।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ৩২তম।
- আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৬তম।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত- ১১১তম।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- সার্কভুক্ত সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে রয়েছে।
- বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আছে- নিউইয়র্ক ও জেনেভায় জাতিসংঘের সদরদপ্তরে।
- বাংলাদেশের সাথে দেশের কূটনেতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
- টুয়েসডে গ্রুপ- বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪টি দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনারদের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি 'টুয়েসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?

ক) তানভীর করিম খ) সেয়দ আবদুল্লাহ খালেদ
গ) হামিদুর রহমান ঘ) মঈনুল হোসেন **ক**

২. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?

ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) কুলনা বিশ্ববিদ্যালয় **গ**

৩. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যের স্থপতি কে?

ক) লুই কান খ) নিতুন কুণ্ডু
গ) শামীম শিকদার ঘ) সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ **ঘ**

৪. 'শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' অবস্থিত যথাক্রমে–

ক) ঢাকা সেনানিবাসে ও সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে
খ) সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে ও ঢাকা সেনানিবাসে
গ) ঢাকা সেনানিবাসে ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসে
ঘ) সাভার স্মৃতিসৌধ ও বগুড়া সেনানিবাসে **ক**

৫. মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর ঢাকা কোন এলাকায় অবস্থিত?

ক) সেগুনবাগিচা খ) আগারগাঁও
গ) তেজগাঁও ঘ) কাঁঠাল বাগান **খ**

Teacher's Work

১. **মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ (Concert for Bangladesh)' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?** [৪৪তম ও ৪২তম বিসিএস]
ক) নিউইয়র্ক খ) বোস্টন
গ) লন্ডন ঘ) ক্যানবেরা

২. **ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ কোন সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) ৬ নম্বর খ) ৭ নম্বর
গ) ৮ নম্বর ঘ) ৯ নম্বর

৩. **বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) এর সদস্যপদ লাভ করে?** [৪৩তম, ২৭তম ও ২৬তম বিসিএস]
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

৪. **বঙ্গবন্ধু কত সালে এবং কোন শহরে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন?** [৪২তম বিসিএস]
ক) ১৯৭২, কায়রো খ) ১৯৭৪, নয়াদিল্লী
গ) ১৯৭৫, বেলগ্রেড ঘ) ১৯৭৩, আলজিয়ার্স

৫. **নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র?** [৪২তম বিসিএস]
ক) ধীরে বহে মেঘনা খ) কলমিলতা
গ) আবার তোরা মানুষ হ ঘ) হুলিয়া

৬. **কে বীরশ্রেষ্ঠ নন?** [৪১তম বিসিএস]
ক) হামিদুর রহমান খ) মোস্তফা জাহাঙ্গীর
গ) মুন্সী আব্দুর রহিম ঘ) শহীদুল ইসলাম লালু

৭. **কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়?** [৪১তম বিসিএস]
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ
গ) ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
ঘ) সিপাহী হামিদুর রহমান

৮. **পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?** [৪১তম বিসিএস]
ক) ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৭৪ খ) ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৭৪
গ) ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৭৪ ঘ) ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

৯. **লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কবে যোগদান করেন?** [৪১তম বিসিএস]
ক) ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
খ) ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
গ) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
ঘ) ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

১০. **১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল?** [৪০তম বিসিএস]
ক) যুক্তরাজ্য খ) ফ্রান্স
গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়ন

১১. **বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?** [৪০তম ও ২৭তম বিসিএস]
ক) ১৩৬ তম খ) ১৩৭ তম
গ) ১৩৮ তম ঘ) ১৩৯ তম

১২. **মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-পথ কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?** [৩৯তম বিসিএস/সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার: ১৮]
ক) ৩নং খ) ৭নং
গ) ১০নং ঘ) ১১নং

১৩. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?** [৩৭তম বিসিএস/ঢাবি: ১৯-২০]
ক) আলমগীর কবির খ) খান আতাউর রহমান
গ) হুমায়ূন আহমেদ ঘ) সুভাস দত্ত

১৪. **বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি?** [৩৭তম বিসিএস]
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) মালয়েশিয়া
গ) মালদ্বীপ ঘ) পাকিস্তান

১৫. **মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়?** [৩৬তম বিসিএস]
ক) ২৫ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১৬. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?** *(৩৫তম বিসিএস)*
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী
গ) কর্নেল শফিউল্লাহ
ঘ) মেজর জিয়াউর রহমান

১৭. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?** *(৩৩তম, ২৯তম বিসিএস)*
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
গ) তাজউদ্দীন আহমদ ঘ) ক্যাপটেন মনসুর আলী

১৮. **মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?** *(২৯তম, ২৩তম, ২২তম, ২০তম, ১১তমও ১০ম বিসিএস)*
ক) ৪টি খ) ৭টি গ) ১১টি ঘ) ১৪টি

১৯. **মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?**
ক) তিন নম্বর সেক্টর খ) দুই নম্বর সেক্টর
গ) চার নম্বর সেক্টর ঘ) এক নম্বর সেক্টর

২০. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ কোনটি? *(২৯তম বিসিএস)*
ক) ভারত খ) শ্রীলঙ্কা
গ) মিয়ানমার ঘ) রাশিয়া

২১. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে? *(২২তম, ১০ম বিসিএস)*
ক) ইরাক খ) মিশর গ) কুয়েত ঘ) জর্ডান

২২. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম- *(১৭তম বিসিএস)*
ক) ভারত খ) রাশিয়া
গ) ভুটান ঘ) নেপাল

২৩. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতিদান করে? *(১৬তম বিসিএস)*
ক) ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ) ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

২৪. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়? *(৩৬তম বিসিএস)*
ক) ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

২৫. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে? *(২২তম বিসিএস)*
ক) জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
খ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
গ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

২৬. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমপর্ণ করেন? *(২০তম বিসিএস)*
ক) রমনা পার্কে
খ) পল্টন ময়দানে
গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে
ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

২৭. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? *(৩৬ তম বিসিএস)*
ক) যুক্তরাজ্য খ) পূর্ব জার্মানি
গ) স্পেন ঘ) গ্রিস

২৮. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে? *(২২তম, ১০ম বিসিএস)*
ক) ইরাক খ) মিশর গ) কুয়েত ঘ) জর্ডান

২৯. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতিদান করে? *(১৬তম বিসিএস)*
ক) ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ) ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

৩০. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? *(২৭ তম বিসিএস)*
ক) ৭ জন খ) ৬৭ জন
গ) ১৭৫ জন ঘ) ৪২৪ জন

৩১. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? *(২৭তম বিসিএস)*
ক) ৫ জন খ) ৭জন
গ) ২জন ঘ) ৬ জন

৩২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়? *(২৪তম, ২০তম বিসিএস)*
ক) ২৫৭ জন খ) ১৬৩ জন
গ) ৪৪ জন ঘ) ৬৭ জন

৩৩. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের কবর– *(২৪তম বিসিএস)*
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৩৪. মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেয়া হয়? *(১৮তম, ১৩তম বিসিএস)*
ক) ৯জন খ) ৭জন
গ) ৮জন ঘ) ১০জন

৩৫. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবি কি ছিল? *(১৪তম, ১৩তম বিসিএস)*
ক) সিপাহী খ) ল্যান্স নায়েক
গ) হাবিলদার ঘ) ক্যাপ্টেন

৩৬. দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম (The Blood Telegram) গ্রন্থটির লেখক- *(৩৫তম বিসিএস)*
ক) রিচার্ড সেশন খ) মার্কাস ফ্রান্ডা
গ) গ্যারি জে ব্যাস ঘ) পল ওয়ালেচ

৩৭. 'সব কটা জানালা খুলে দাও না'-এর গীতিকার কে? *(১৬তম বিসিএস)*
ক) মরহুম আলতাফ মাহমুদ
খ) মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
গ) ড. মনিরুজ্জামান
ঘ) মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

৩৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌপথ কত নম্বর সেক্টরের অধীন ছিল?
ক) ৯নং সেক্টর খ) ৪নং সেক্টর
গ) ১০নং সেক্টর ঘ) ১১নং সেক্টর

৩৯. অপারেশন জ্যাকপট হলো-
ক) স্থল অভিযান খ) বিমান অভিযান
গ) নৌ অভিযান ঘ) স্থল ও বিমান উভয় অভিযান

৪০. গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়-
ক) ২৩ মার্চ ১৯৭২ খ) ২৩ এপ্রিল ১৯৭২
গ) ২৩ মে ১৯৭২ ঘ) ২৪ জুন ১৯৭২

৪১. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না?
ক) ৭নং সেক্টর খ) ১০ নং সেক্টর
গ) ৩নং সেক্টর ঘ) ১নং সেক্টর

৪২. মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম কত নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিল?
ক) ১নং সেক্টর খ) ১১ নং সেক্টর
গ) ৯নং সেক্টর ঘ) ৩নং সেক্টর

৪৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টরটি কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল?
ক) ৯নং সেক্টর খ) ১০নং সেক্টর
গ) ১১নং সেক্টর ঘ) ১২নং সেক্টর

৪৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর নিচের কত নং সেক্টরে ছিল?
ক) ৭ খ) ৮ গ) ৯ ঘ) ১০

৪৫. 'Concert for Bangladesh' কে আয়োজন করেন?
ক) জর্জ উইলিয়াম খ) জর্জ হ্যারিসন
গ) আলাউদ্দিন ঘ) কেউনা

৪৬. কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন-
ক) Machall Jackson খ) Elvis prisley
গ) John lenon ঘ) George Harrison

৪৭. কোন বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সারে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?
ক) হেজেল হাস্ব খ) মার্ক টালি
গ) সাইমন ড্রিং ঘ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

৪৮. বাংলাদেশ কত সালে জতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৭৫ ঘ) ১৯৭৬

৪৯. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?
ক) কফি আনান খ) উথান্ট
গ) দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ঘ) ভুট্রোসঘালি

৫০. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল কোন দেশ?
ক) ফ্রান্স খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

৫১. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানি জেনারেল ঢাকা রেসকোর্সে মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে?
ক) জেনারেল টিক্কা খান
খ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
গ) জেনারেল আবদুল হামিদ
ঘ) জেনারেল নিয়াজী

৫২. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) মিশর খ) জর্দান গ) ইরাক ঘ) কুয়েত

৫৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-
ক) জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
খ) পোল্যান্ড
গ) ইতালি ঘ) ফ্রান্স

৫৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি?
ক) সুদান খ) মরক্কো
গ) কঙ্গো ঘ) সেনেগাল

৫৫. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন?
ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
গ) ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭২

৫৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম কোন এলাকা মুক্ত হয়?
ক) কুষ্টিয়া খ) যশোর ও সিলেট
গ) রংপুর ও দিনাজপুর ঘ) ময়মনসিংহ

৫৭. ১৯৭১ ইং সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কত সন?
ক) ১৩৭৬ খ) ১৩৭৭ গ) ১৩৭৮ ঘ) ১৩৭৯

৫৮. উপসাগরীর দেশগুলোর মধ্যে কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) কাতার খ) সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ) কুয়েত ঘ) আবুধাবী

৫৯. গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়-
ক) ১৯৭৪ সালে খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭৬ সালে ঘ) ১৯৭৭ সালে

৬০. ১৯৭১ সালে প্রথম কোন কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন?
ক) কে.এম. শাহাবুদ্দিন খ) এস কে নবী
গ) মোঃ মহিউদ্দিন খান ঘ) এম হোসেন আলী

৬১. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানসূচক সর্বোচ্চ খেতাব কি?
ক) বীরবিক্রম খ) বীরশ্রেষ্ঠ
গ) বীরপ্রতীক ঘ) বীরউত্তম

৬২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
ক)৬৭২ জন খ) ৬৮ জন
গ) ১৭৫জন ঘ) ৪২৬জন

৬৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীকের নাম-
ক) জর্জ হ্যারিসন খ) ক্লিন রিচার্ড
গ) জন স্টোনহাউজ ঘ) ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড

৬৪. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর-এর পদবি কি ছিল?
ক) লেফটেন্যান্ট খ) ক্যাপ্টেন
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) সিপাহি

৬৫. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ-এর পদবি কি ছিল?
ক) ক্যাপ্টেন খ) লেফটেন্যান্ট
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) সিপাহি

৬৬. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) সিলেট খ) ঢাকা
গ) রংপুর ঘ) ভোলা

৬৭. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কাজ/চাকরি করতেন?
ক) বিমানবাহিনী খ) নৌ-বাহিনী
গ) সেনাবাহিনী ঘ) কোনো বাহিনীতে নয়

৬৮. মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল
খ) ডা. সিতারা বেগম ও তারামন বিবি
গ) আঞ্জুমান আরা ও কানিজ ফাতিমা
ঘ) সুলতানা কবীর ও সালমা খান

৬৯. 'Stop Genocide' প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণ করেন কে?
ক) চাষী নজরুল ইসলাম খ) ফেরদৌস হায়দার
গ) জহির রায়হান ঘ) তারেক মাসুদ

৭০. 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রটি কে পরিচালনা করেছেন?
ক) জহির রায়হান খ) আলমগীর কবির
গ) গীতা মেহতা ঘ) তারেক মাসুদ

৭১. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-
ক) চাষী নজরুল ইসলাম খ) খান আতাউর রহমান
গ) জহির রায়হান ঘ) সুভাষ দত্ত

৭২. পুর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন'-এর পরিচালক কে?
ক) জহির রায়হান খ) খান আতাউর রহমান
গ) চাষী নজরুল ইসলাম ঘ) আলমগীর কুমকুম

৭৩. মুক্তিযুদ্ধের একটি নাটক-
ক) আমি বিজয় দেখেছি খ) একাত্তরের দিনগুলো
গ) কী চাহ শঙ্খচিল ঘ) তরঙ্গভঙ্গ

৭৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হয় কোথায়?
ক) ঢাকা সেনানিবাসে খ) চট্টগ্রাম সেনানিবাসে
গ) কুমিল্লা জেলে ঘ) ঢাকা জেলে

৭৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কোন সালে গঠিত হয়?
ক) ১৯৯৯ খ) ২০০০
গ) ১৯৯৮ ঘ) ২০০১

৭৬. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক) আতাউল করিম খ) বিমান মল্লিক
গ) কামরুল হাসান ঘ) আব্দুল্লাহ খালিদ

৭৭. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী যে সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হলো–
ক) ৪ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ৭

৭৮. সেক্টর নং ৩-এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন
ক) মেজর এন এম নুরুজ্জামান
খ) মেজর শওকত আলী
গ) মেজর কাজী নুরুজ্জামন
ঘ) মেজর এম এ জলিল

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	খ	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	গ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	ঘ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	গ	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	ঘ
৬১	খ	৬২	ক	৬৩	ঘ	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	ঘ
৭১	গ	৭২	গ	৭৩	গ	৭৪	ঘ	৭৫	ঘ	৭৬	খ	৭৭	ঘ	৭৮	ক				

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরের আওতাধীন ছিল?
ক) ৬নং খ) ৭নং
গ) ৮নং ঘ) ৯নং

২. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ১নং সেক্টর খ) ২নং সেক্টর
গ) ৩নং সেক্টর ঘ) ৪নং সেক্টর

৩. সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে সেক্টরটি গঠিত হয়:
ক) ৫নং খ) ৪নং
গ) ৩নং ঘ) ২নং

৪. মীর শওকত আলী মুক্তিযুদ্ধের কত নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন?
ক) ৫ খ) ১০
গ) ২ ঘ) ৭

৫. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?
ক) বিটলস খ) বি-গিস
গ) পিঙ্ক ফ্লয়েড ঘ) ডিপ পারপল

৬. রবি শংকর একজন বিখ্যাত-
ক) সেতারবাদক খ) গায়ক
গ) স্বরোদবাদ ঘ) বেহালাবাদক

৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ফাদার মারিওভেরেনজি ছিলেন-
ক) অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ) ফ্রান্সের নাগরিক
গ) ব্রিটিশ নাগরিক ঘ) ইতালির নাগরিক

৮. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মূলে যে প্রেরণা ছিল তা কোনটি?
ক) বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ
খ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ
গ) পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ
ঘ) সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ

৯. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী কে?
ক) অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহীম
খ) মুনীর চৌধুরী
গ) অধ্যাপক শামসুজ্জোহা
ঘ) জাহানারা ইমাম

১০. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম-
ক) ড.জি সি দেব খ) মুনীর চৌধুরী
গ) রাশিদুল হাসান ঘ) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১১. ভুটান কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ) ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ) ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ) ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২

১২. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম কী?
ক) ভুটান খ) নেপাল
গ) ভারত ঘ) রাশিয়া

১৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনটি?
ক) বুলগেরিয়া খ) পোল্যান্ড
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

১৪. কার সমাধি বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অবস্থিত?
ক) বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
খ) বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
গ) বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

১৫. সর্বকনিষ্ঠ খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-
ক) হামিদুর রহমান খ) নূর মোহাম্মদ শেখ
গ) মতিউর রহমান ঘ) শহিদুল ইসলাম লালু

১৬. দেশের একমাত্র আদিবাসী বীরবিক্রমের নাম কি?
ক) আশুতোষ চাকমা খ) অংশু মারমা
গ) মং প্রু ঘ) ইউ কে চিং

১৭. কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম বীরপ্রতীক খেতাব পান?
ক) তারামন বিবি খ) ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম
গ) বেগম সুফিয়া কামাল ঘ) জাহানারা ইমাম

১৮. মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব নিচের কোন তারিখে দেয়া হয়?
ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ঘ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

১৯. নিচের কোনটি সুফিয়া কামাল লিখেছেন?
ক) নূরজাহান খ) একাত্তরের কথা
গ) রাজকুমারী ঘ) একাত্তরের ডায়েরী

২০. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'লিবারেশন ফাইটার্স'-এর পরিচালক কে?
ক) জহির রায়হান খ) তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
গ) আলমগীর কবির ঘ) ব্রায়ান টাগ

২১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'গেরিলা' এর পরিচালক কে?
ক) নাসিরউদ্দিন ইউসুফ খ) শহীদুল ইসলাম
গ) হুমায়ূন আহমেদ ঘ) চাষী নজরুল ইসলাম

২২. "Bangladesh: A legacy of Blood"-এর লেখক-
ক) মার্ক টেইলর খ) মার্ক টোয়াইন
গ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ঘ) এদের কেহ না

২৩. 'জয় বাংলা বালার জয়' গানটির গীতিকার কে?
ক) আনোর পারভেজ খ) আব্দুল গাফফার চৌধুরী
গ) বেগম সুফিয়া কামাল ঘ) গাজী মাজহারুল আনোয়ার

২৪. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কি?
ক) অস্তিত্বে আমার দেশ খ) ওরা এগার জন
গ) জন্মভূমি ঘ) আলোর মিছিল

২৫. নিচের কোন বিদেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রণোদনামূলক সাহিত্য রচনা করেছেন?
ক) চিনুয়া আচেবি খ) অ্যালেন গিন্সবার্গ
গ) জন লেলন ঘ) কার্পেন্তিয়ার

২৬. মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর রচয়িতা কে?
ক) খলিল জিবরান খ) রবার্ট ফ্রস্ট
গ) ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান ঘ) অ্যালেন গিনসবার্গ

২৭. কোনটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস?
ক) ৭১ এর দিনগুলি খ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ) আগুনের পরশমণি ঘ) চিলে কোঠার সেপাই

২৮. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
ক) মেজর জিয়া খ) কর্নেল শফিউল্লাহ
গ) নুরুদ্দিন খান ঘ) এমএজি ওসমানী

২৯. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর বাড়ী কোন জেলায় ছিল?
ক) বরিশাল খ) সিলেট
গ) চট্টগ্রাম ঘ) দিনাজপুর

৩০. মুক্তিযুদ্ধে উপ-সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
ক) জিয়াউর রহমান খ) এ কে খন্দকার
গ) আবদুর রব ঘ) খালেদ মোশাররফ

৩১. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
ক) তাজউদ্দীন আহমদ
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) কমরেড মনি সিংহ
ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩২. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র প্রথম কোথায় থেকে প্রচার শুরু করে?
ক) কুষ্টিয়া খ) মেহেরপুর
গ) বেনাপোল ঘ) কালুরঘাট

৩৩. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৯টি খ) ১০টি
গ) ১১টি ঘ) ১২টি

৩৪. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট

৩৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্দের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) তিন নম্বর সেক্টর খ) দুই নম্বর সেক্টর
গ) চার নাম্বর সেক্টর ঘ) এক নম্বর সেক্টর

৩৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) ২ নং সেক্টর খ) ৮ নং সেক্টর
গ) ১০ নং সেক্টর ঘ) ১১ নং সেক্টর

৩৭. মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী কত নম্বর সেক্টরে অন্তর্ভূক্ত ছেল?
ক) ১১ খ) ৫
গ) ৭ ঘ) ৯

৩৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-পথ কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ৩ নং খ) ৭ নং
গ) ১০ নং ঘ) ১১ নং

৩৯. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল?
ক) ১১ নং সেক্টর খ) ১ নং সেক্টর
গ) ১০ নং সেক্টর ঘ) ৯ নং সেক্টর

৪০. -was not a sector commander in the war of Independence in 1971?
ক) Major C.R. Datta
খ) Major M.A Monjor
গ) Major Hafiz
ঘ) Wing Commander Basher

৪১. সেক্টর-৩ এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন-
ক) মেজর এন.এম. নুরুজ্জামান
খ) মেজর শওকত আলী
গ) মেজর কাজী নুরুজ্জামান
ঘ) মেজর এম এ জলিল

৪২. মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৪৩. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা-
ক) মুক্তিবাহিনী খ) পাকিস্তানি সেনা
গ) ভারতীয় সেনা ঘ) ইন্দো-বাংলা যৌথবাহিনী

৪৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স ব্রিগেডের প্রধান কে ছিলেন?
ক) আতাউল গণি ওসমানী খ) কে. এম শফিউল্লাহ
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) খালেদ মোশাররফ

৪৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সর্বমোট কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
ক) ৬৮ জন খ) ১৭৫ জন
গ) ৪২৬ জন ঘ) ৬৭২ জন

৪৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবসহ অন্যান্য খেতাবগুলো-
ক) বীর উত্তম খ) বীর বিক্রম
গ) বীর প্রতীক ঘ) বর্ণিত সবকয়টি

৪৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব খেতাব-
ক) বীর শ্রেষ্ঠ খ) বীর প্রতীক
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর বিক্রম

৪৮. বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধিগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান মর্যদার দিক থেকে দ্বিতীয়?
ক) বীর বিক্রম খ) বীর শ্রেষ্ঠ
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর প্রতীক

৪৯. বীরশ্রেষ্ঠ পদক প্রাপ্তদের সংখ্যা কত?
ক) সাত খ) আট
গ) ছয় ঘ) পাঁচ

৫০. বাংলাদেশের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশেষ্ঠ' খেতাব দেওয়া হয়?
ক) ৯ জন খ) ৭ জন
গ) ৮ জন ঘ) ১০ জন

৫১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কত জনকে 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
ক) ২৫৭ জন খ) ১৬৩ জন
গ) ৪৪ জন ঘ) ৬৭ জন

৫২. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কত জন 'বীর বিক্রম' উপাধি লাভ করেছিলেন?
ক) ১০০ জন খ) ১২৫ জন
গ) ১৫০ জন ঘ) ১৭৪ জন

৫৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন?
ক) ৭ জন খ) ৬৮ জন
গ) ১৭৫ জন ঘ) ৪২৪ জন

৫৪. এদের মধ্যে কে বীরশ্রেষ্ঠ?
ক) কামাল উদ্দীন খ) মুন্সী আ. ওহিম
গ) নূরুল ইসলাম ঘ) মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

৫৫. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কী ছিল?
ক) সিপাহী খ) ল্যান্স নায়েক
গ) লেফটেন্যান্ট ঘ) ক্যাপ্টেন

৫৬. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কাজ করতেন?
ক) সেনাবাহিনী খ) নৌবাহিনী
গ) বিমানবাহিনী ঘ) ইপিআর

৫৭. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ছিলেন-
ক) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খ) ক্যাপ্টেন
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার

৫৮. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পদবি কী ছিল?
ক) সিপাহী খ) মেজর
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) ক্যাপ্টেন

৫৯. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) রাজশাহী খ) ফরিদপুর
গ) বগুড়া ঘ) বরিশাল

৬০. বীরশেষ্ঠ মোস্তাফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) সিলেট জেলায় খ) ঢাকা জেলায়
গ) রংপুর জেলায় ঘ) ভোলা জেলায়

৬১. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন-
ক) মোস্তফা কামাল খ) রুহুল আমীন
গ) মুন্সী আব্দুর রউফ ঘ) মতিউর রহমান

৬২. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর এই জেলায়-
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৬৩. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কবর কোথায় অবস্থিত?
ক) সোনা মসজিদ খ) সোনারগাঁ
গ) আগারগাঁও ঘ) কুসুম্বা

৬৪. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?
ক সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মহিউর রহমান
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৬৫. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়?
ক) বনানী কবরস্থানে
খ) আজিমপুর কবরস্থানে
গ) মোহাম্মদপুর কবরস্থানে
ঘ) মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

৬৬. কোন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থল পাকিস্তানের করাচীতে ছিল?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৬৭. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের বাড়ি কোথায়?
ক) ঢাকা খ) গাজীপুর
গ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘ) কিশোরগঞ্জ

৬৮. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ভারত খ) পাকিস্তান
গ) মিয়ানমার ঘ) শ্রীলংকা

৬৯. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে কবে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ২৪ জুন, ২০০৬ খ) ২৫ জুন, ২০০৬
গ) ২৩ জুন, ২০০৬ ঘ) ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৭০. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছ তার নাম কী?
ক) অস্তিত্বে আমার দেশ খ) ওরা এগার জন
গ) জন্মভূমি ঘ) আলোর মিছিল

৭১. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
ক) ৫জন খ) ৭ জন
গ) ২ জন ঘ) ৬ জন

৭২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভকারী একমাত্র বিদেশীর নাগরিক ছিল?
ক) ব্রিটিশ খ) ফরাসি
গ) ডাচ ঘ) ক্যানাডিয়ান

৭৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক ওডারল্যান্ড কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) জার্মানি খ) হল্যান্ড
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) নিউজিল্যান্ড

৭৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক কোন দেশের?
ক) ভারতের খ) রশিয়ার
গ) অস্ট্রেলিয়ার ঘ) পোলের

৭৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক-
ক) সাইমন ড্রিং খ) উইলিয়াম ডালরিম্পল
গ) ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড ঘ) আর্চার ব্লাড

৭৬. তারামন বিবি কে?
ক) গ্রামীণ ব্যাংকের একজন পরিচালক
খ) একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা
গ) জারিগান গায়িকা
ঘ) নাটকের একটি চরিত্র

৭৭. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল
খ) ডাঃ সেতারা বেগম ও তারামন বিবি
গ) আঞ্জুমান আরা ও কানিজ ফাতেমা
ঘ) সুলতান কবীর ও সালমা খান

৭৮. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল খ) সেতারা বেগম
গ) আঞ্জুমান আরা ঘ) ড. নীলিমা ইব্রাহিম

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	ঘ	৫৫	ক	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ঘ	৫৯	ঘ	৬০	ঘ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ক	৭০	ক
৭১	গ	৭২	গ	৭৩	খ	৭৪	গ	৭৫	গ	৭৬	খ	৭৭	খ	৭৮	খ				

Self Study

১. **বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?**
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ) খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ
গ) জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ
ঘ) শেখ মুজিবুর রমহান

২. **বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?**
ক) মে. জে. জিয়াউর রহমান
খ) লে. জে. এইচ. এম. এরশাদ
গ) মে. জে. সফিউল্লাহ
ঘ) জে. আতাউল গণি ওসমানি

৩. **মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?**
ক) মেজর জিয়া খ) কর্নেল শফিউল্লাহ
গ) নুরুদ্দিন খান ঘ) এম, এ, জি ওসমানী

৪. **মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?**
ক) ৯টি খ) ১০টি
গ) ১১টি ঘ) ১২টি

৫. **স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতিক উপধিতে ভূষিত করা হয়?**
ক) ৫জন খ) ৭জন
গ) ২জন ঘ) ৬জন

৬. **স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন?**
ক) ৭জন খ) ৬৮জন
গ) ১৭৫জন ঘ) ৪২৪জন।

৭. **বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর এই জেলায়–**
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৮. **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কত জনকে 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?**
ক) ২৫৭ জন খ) ১৬৩ জন
গ) ৪৪ জন ঘ) ৬৭ জন

৯. **১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় মুক্তিবাহীনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন?**
ক) কর্নেল এমএজি ওসমানী
খ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ) কাদের সিদ্দিকী
ঘ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার।

১০. **আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র কবে জারি করা হয়?**
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

১১. **মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত?**
ক) সাতক্ষীরায় খ) মেহেরপুরে
গ) চুয়াডাঙ্গায় ঘ) নবাবগঞ্জ

১২. **১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পন করেন?**
ক) রমনা পার্কে
খ) পল্টন ময়দানে
গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে
ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

১৩. **বাংলাদেশে বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেওয়া হয়?**
ক) ৯জন খ) ৭জন
গ) ৮জন ঘ) ১০জন

১৪. **বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কি ছিল?**
ক) সিপাহী খ) ল্যান্স নায়েক
গ) লেফটেন্যান্ট ঘ) ক্যাপ্টেন

১৫. **স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তেলিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের-**
ক) ২মার্চ খ) ২৩মার্চ
গ) ১০মার্চ ঘ) ২৫মার্চ

১৬. **বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল–**
ক) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১১ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারী ১৯৭২

১৭. কাঁকন বিবি কে?
ক) নারী উদ্যোক্তা খ) এনজিও নেত্রী
গ) লেখিকা ঘ) মুক্তিযোদ্ধা

১৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাদার মারিও ভেরেনজি ছিলেন-
ক) অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ) ফ্রান্সের নাগরিক
গ) ব্রিটিশ নাগরিক ঘ) ইতালির নাগরিক

১৯. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একজন বিখ্যাত দার্শনিক শহীদ হন, তার নাম কী?
ক) জি. সি. দেব খ) শহীদুল্লাহ কায়সার
গ) জাহির রায়হান ঘ) শংকরাচার্য

২০. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?
ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
ঘ) ১০ জানুযারি ১৯৭১

২১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলার নাম-
ক) রাজশাহী খ) যশোর
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

২২. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?
ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১

২৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করে কোন তারিখে?
ক) ৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১৪ ডিসেম্বর

২৪. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানী জেনারেল ঢাকা রেসকোর্সে মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন?
ক) জেনারেল টিক্কা খান
খ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
গ) জেনারেল আবদুল হামিদ
ঘ) জেনারেল নিয়াজী

২৫. ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন?
ক) কর্নেল এম এ জি ওসমানী
খ) জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ) মেজর জলিল
ঘ) কাদের সিদ্দিকী

২৬. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে?
ক) জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী
খ) এয়ার কমোডর এ.কে. খন্দকার
গ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

২৭. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন?
ক) কর্নেল এম এ জি ওসমানী
খ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ) কাদের সিদ্দিকী
ঘ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

২৮. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পণ করেন?
ক) রমনা পার্কে
খ) পল্টন ময়দানে
গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে
ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

২৯. জেনারেল নিয়াজী কোথায় আত্মসমর্পন করেন?
ক) লালবাগে খ) পল্টন ময়দানে
গ) ওসমানী উদ্রানে ঘ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

৩০. The famous musician who sung for our liberation war n 1971 was-
ক) Michael Jackson খ) Elvis Prisley
গ) John Lenon ঘ) George Harrison

৩১. ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহবানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?
ক) Anthony Mascarenhas
খ) Peter Shore
গ) DP Dhar
ঘ) Ravi Shankar

৩২. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট-খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?
ক) বিটলস খ) বি-গিস
গ) পিঙ্ক ফ্লয়েড ঘ) ডিপ পারপল

৩৩. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'- এর প্রধান শিল্পী-
ক) রুনা লায়লা খ) বাপ্পী লাহিড়ী
গ) মার্ক এন্থনি ঘ) জর্জ হ্যারিসন

৩৪. রবি শংকর একজন বিখ্যাত-
ক) সেতার বাদক খ) গায়ক
গ) স্বরোবাদক ঘ) বেহালা বাদক

৩৫. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-
ক) ফ্রান্স খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

৩৬. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৮৬ ঘ) ২০০০

৩৭. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন?
ক) বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত
খ) বিচারপতি স্যার চৌধুরী উল্লাহ খান
গ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
ঘ) কফি আনান

৩৮. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি কে?
ক) বি এ সিদ্দিকী খ) খাজা ওয়াসিউদ্দিন
গ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ঘ) শমসের মবিন চৌধুরী

৩৯. বাংলাদেশ কতবার স্বস্তি পরিষরেদ সদস্য পদ লাভ করে?
ক) ২ বার খ) ৩ বার
গ) ১ বার গ) ৪ বার

৪০. বাংলাদেশ নিম্নে উল্লেখিত কোন সময়ের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল?
ক) ১৯৭৮-৭৯ খ) ১৯৭৯-৮০
গ) ১৯৮০-৮১ ঘ) ১৯৮১-৮২

৪১. জাতিসংঘে সর্বপ্রথম কোন রাষ্ট্রনায়ক বাংলা ভাষা প্রদান করেন?
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ) জনাব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ
ঘ) বেগম খালেদা জিয়া

৪২. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষা প্রদান করেন?
ক) স্বস্তি পরিষদ
খ) সাধারণ পরিষদে
গ) ইকোসোকে (ECOSOC)
ঘ) ইউনেস্কোতে (UNESCO)

৪৩. যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে-
ক) সামরিক অভ্যুত্থান খ) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
গ) স্থলমাইন উদ্ধার ঘ) মানবকল্যাণ কার্যক্রম

৪৪. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান-
ক) ২য় খ) ৭ম
গ) ৩য় ঘ) ১ম

৪৫. যে সন থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে
ক) ১৯৮৫ খ) ১৯৮৬
গ) ১৯৮৭ ঘ) ১৯৮৮

৪৬. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বর্তমানে কয়টি দেশে কর্মরত আছে?
ক) ২৭ খ) ১১
গ) ২১ ঘ) ১৭

৪৭. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫জন সদস্য কোথায় বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন?
ক) দক্ষিণ আফ্রিকায় খ) বেনিনে
গ) বাহরাইনে ঘ) লন্ডনে

৪৮. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোন দেশে বাংলাদেশী সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল?
ক) কুয়েত খ) সৌদি আরব
গ) কাতার ঘ) আফগানিস্তান

৪৯. জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে প্রথম কে বাংলাদেশ সফর করেন?
ক) কুর্ট ওয়াল্ডহেইম খ) পেরেজ দ্য কুয়েলার
গ) কফি আনান ঘ) বান কি মুন

৫০. জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশ সফল করেন-
ক) ২০০০ সালে খ) ২০০১ সালে
গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৩ সালে

৫১. জাতিসংঘের মহাসচিব বান কী মুন যে তারিখে বাংলাদেশে আগমন করেন-
ক) ২৮ অক্টোবর ২০০৮ খ) ২৯ অক্টোবর ২০০৮
গ) ৩১ অক্টোবর ২০০৮ ঘ) ১ নভেম্বর ২০০৮

৫২. কোন বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?
ক) হেজেল হাস্ব খ) মার্ক টালি
গ) সাইমন ড্রিং ঘ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

৫৩. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্র বাহিনী) আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কত দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল?
ক) প্রায় এক বছর খ) প্রায় নয় মাস
গ) প্রায় ছয় মাস ঘ) প্রায় তিন মাস

৫৪. ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কত সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক) ১৯৯০ সালে খ) ১৯৯২ সালে
গ) ১৯৯৬ সালে ঘ) ১৯৯৯ সালে

৫৫. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ওআইসি খ) এফএও
গ) কমনওয়েলথ ঘ) ন্যাম

৫৬. বাংলাদেশ কোন বছর কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৭৫ খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭২

৫৭. বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে-
ক) ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ ঘ) ২৫ মার্চ, ১৯৮২

৫৮. বাংলাদেশ কোন বছর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৯৩ খ) ১৯৭২
গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৭

৫৯. কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভ করে?
খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫
খ) ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
গ) ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৩
ঘ) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৬০. বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)- এর সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

৬১. বাংলাদেশ কোন সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য হয়?
ক) জানুয়ারি ১৯৯৪ খ) জানুয়ারি ১৯৯৬
গ) জানুয়ারি ১৯৯৩ ঘ) জানুয়ারি ১৯৯৫

৬২. বাংলাদেশ কবে আই.সি.সিব সহযোগী সদস্যপদ (Associate membership) লাভ করে?
ক) ১৯৭৭ খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৭৯ ঘ) ১৯৭২

৬৩. বাংলাদেশে কোন সালে বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭২ সালে ঘ) ১৯৭৪ সালে

৬৪. Bangladesh is a member of which of the follwing association?
ক) NAFTA খ) ASEAN
গ) WTO ঘ) OPEC

৬৫. Bangladeshi is not a member of the following association?
ক) D-8 খ) WHO
গ) CIRDAP ঘ) OPEC

৬৬. বাংলাদেশ কোন জোটের সদস্য নয়?
ক) সার্ক খ) জি-৮
গ) ডি-৮ ঘ) ন্যাম

৬৭. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
ক) IMF খ) OIC
গ) NAM ঘ) ASEAN

৬৮. বাংলাদেশ কোন আঞ্চলিক সংগঠনের সদস্যপদ চাইছে?
ক) ইইউ খ) ন্যাটো
গ) আসিয়ান ঘ) নাফটা

৬৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
ক) ১৩৬ তম খ) ১৩৭ তম
গ) ১৩৮ তম ঘ) ১৩৯ তম

৭০. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য?
ক) ৩০তম খ) ৩২তম
গ) ৩৪তম ঘ) ৩৬তম

৭১. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র রয়েছে?
ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

৭২. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৫মার্চ ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৭ মার্চ ১৯৭১

৭৩. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কি?

ক) গণভবন

খ) ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কার ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন

গ) আহসান মঞ্জিল

ঘ) বঙ্গভবন।

৭৪. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

ক) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

খ) রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম

গ) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র

ঘ) কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র

৭৫. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল–

ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার

গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৭৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র পাঠ করা হয়–

ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে

গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

৭৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল?

ক) ঢাকায় খ) মেহেরপুরে

গ) চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ঘ) আগরতলায়

৭৮. প্রবাসী সরকারের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন?

ক) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী

গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

ঘ) তাজউদ্দিন আহমদ

৭৯. বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

ক) তাজউদ্দিন আহমেদ খ) মুশতাক আহমেদ

গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ) মনসুর আলী

৮০. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? অথবা, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী–

ক) তাজউদ্দিন আহমদ

খ) শেখ মুজিবুর রহামন

গ) তাজউদ্দিন চৌধুরী

ঘ) এদের কেউ নয়

৮১. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন?

ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী

খ) কামরুজ্জামান

গ) তাজউদ্দিন আহমেদ

ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

৮২. বাংলাদেশের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ) জনাব এইচ, এম কামরুজ্জামান

গ) জেনারেল এম এ জি ওসমানী

ঘ) জনাব তাজউদ্দিন আহমদ

৮৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীর বাড়ী কোন জেলায় ছিল?

ক) বরিশাল খ) সিলেট

গ) চট্টগ্রাম ঘ) দিনাজপুর

৮৪. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

ক) তাজউদ্দিন আহমদ

খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

গ) কমরেড মনি সিংহ

ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৮৫. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে প্রথম কোথা থেকে প্রচার শুরু করে?

ক) কুষ্টিয়া খ) মেহেরপুর

গ) বেনাপোল ঘ) কালুরঘাট

৮৬. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?

ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম

গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট

৮৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ক) ২নং সেক্টর খ) ৮নং সেক্টর

গ) ১০নং সেক্টর ঘ) ১১নং সেক্টর

৮৮. মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী কত নম্বর সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ক) ১১ খ) ৫

গ) ৭ ঘ) ৯

৮৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-পথ কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?

ক) ৩নং খ) ৭নং

গ) ১০নং ঘ) ১১নং

৯০. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না?
ক) Major C.R. Datta
খ) Major M.A Monjur
গ) Major Hafiz
ঘ) Wing commander Bashar

৯১. মুক্তিযুদ্ধের বিগ্রেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৯২. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াজাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা–
ক) মুক্তিবাহিনী খ) পাকিস্তানি সেনা
গ) ভারতীয় সেনা ঘ) ইন্দো-বাংলা যৌথবাহিনী

৯৩. বাংলাদেশেল মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সর্বমোট কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
ক) ৬৮জন খ) ১৭৫জন
গ) ৪২৬ জন ঘ) ৬৭২ জন

৯৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবসহ অন্যান্য খেতাবগুলো-
ক) বীর উত্তম খ) বীর বিক্রম
গ) বীর প্রতীক ঘ) বর্ণিত সবকয়টি।

৯৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব কি?
ক) বীরশ্রেষ্ঠ খ) বীর প্রতিক
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর বিক্রম

৯৬. বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধির মধ্যে কোনটির স্থান মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয়?
ক) বীর বিক্রম খ) বীরশ্রেষ্ঠ
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর প্রতীক

৯৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কতজন 'বীর বিক্রম' উপাধি লাভ করেছিলেন?
ক) ১০০ জন খ) ১২৫ জন
গ) ১৫০ জন ঘ) ১৭৪ জন

৯৮. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কাজ করতেন?
ক) সেনাবাহিনী খ) নৌবাহিনী
গ) বিমানবাহিনী ঘ) ইপিআর

৯৯. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) রাজশাহী খ) ফরিদপুর
গ) রগুড়া ঘ) বরিশাল

১০০. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) সিলেট জেলায় খ) ঢাকা জেলায়
গ) রংপুর জেলায় ঘ) ভোলা জেলায়

১০১. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন–
ক) মোস্তফা কামাল খ) রুহুল আমীন
গ) মুন্সী আব্দুর রউফ ঘ) মতিউর রহমান

১০২. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কবর কোথায় অবস্থিত–
ক) সোনা মসজিদ খ) সোনারগাঁ
গ) আগারগাঁও ঘ) কুসুম্বা

১০৩. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাশেষ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

১০৪. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়?
ক) বনানী কবরস্থানে
খ) আজিমপুর কবরস্থানে
গ) মোহাম্মদপুর কবরস্থানে
ঘ) মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

১০৫. কোন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থল পাকিস্তানের করাচীতে ছিল?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১০৬. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ভারত খ) পাকিস্তান
গ) মিয়ানমার ঘ) শ্রীলংকা

১০৭. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে কবে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ২৪ জুন, ২০০৬ খ) ২৫ জুন, ২০০৬
গ) ২৩ জুন, ২০০৬ ঘ) ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

১০৮. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কি?
ক) অস্তিত্বে আমার দেশ খ) ওরা এগার জন
গ) জন্মভূমি ঘ) আলোর মিছিল

১০৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভকারী একমাত্র বিদেশী নাগরিক-

ক) ব্রিটিশ খ) ফরাসি
গ) ডাচ ঘ) ক্যানাডিয়ান

১১০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক ওডারল্যান্ড কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) জার্মানি খ) হল্যান্ড
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) নিউজিল্যান্ড

১১১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের 'বীরপ্রতিক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক–

ক) সাইমন ড্রিং
খ) জর্জ হ্যারিসন
গ) ডব্লিউ, এস ওডারল্যান্ড
ঘ) আর্চার ব্লাড

১১২. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে?

ক) বেগম সুফিয়া কামাল
খ) ডা. সেতারা বেগম ও তারামন বিবি
গ) আঞ্জুমান আরা ও কানিজ ফাতেমা
ঘ) সুলতান কবীর ও সালমা খান

১১৩. কাঁকন বিবি কে?

ক) নরী উদ্যোক্তা খ) এনজিও নেত্রী
গ) লেখিকা ঘ) মুক্তিযোদ্ধা

১১৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাদার মারিও ভেরেনজি ছিলেন-

ক) অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ) ফ্রান্সের নাগরিক
গ) ব্রিটিশ নাগরিক গ) ইতালির নাগরিক

১১৫. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একজন বিখ্যাত দার্শনিক শহীদ হন, তার নাম কী?

ক) জি.সি দেব খ) শহীদুল্লাহ কায়সার
গ) জহির রায়হান ঘ) শংকরাচর্য

১১৬. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?

ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭১

১১৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করে কোন তারিখে?

ক) ৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১৪ ডিসেম্বর

১১৮. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানী জেনারেল ঢাকা রেসকোর্স মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন?

ক) জেনারেল টিক্কা খান
খ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
গ) জেনারেল আবদুল হামিদ
ঘ) জেনারেল নিয়াজী

১১৯. ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?

ক) কর্নেল এম, এ, জি ওসমানী
খ) এ, কে খন্দকার
গ) মেজর জলিল
ঘ) জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

১২০. কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন–

ক) Michael Jackson খ) Elvis Prisley
গ) John Lenon ঘ) George Harrison

১২১. ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহবানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?

ক) Ravi Shankar খ) Peter Shore
গ) DP Dhar ঘ) Anthony Mascarenhas

১২২. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট-খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?

ক) বিটলস খ) বি-গিস
গ) পিঙ্ক ফ্লায়েড ঘ) ডিপ পারপল

১২৩. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর প্রধান শিল্পী–

ক) রুনা লায়লা খ) বাপ্পী লাহিড়ী
গ) মার্ব এন্থনি ঘ) জর্জ হ্যারিসন

১২৪. রবি শংকর একজন বিখ্যাত–

ক) সেতার বাদক খ) গায়ক
গ) স্বরোদবাদক ঘ) বেহালা বাদক

১২৫. কোন বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?

ক) খুশবন্ত সিং খ) মার্ক টালি
গ) সাইমন ড্রিং ঘ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

১২৬. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্র বাহিনী) আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কত দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল?

ক) প্রায় এক বছর খ) প্রায় নয় মাস
গ) প্রায় ছয় মাস ঘ) প্রায় চার মাস

১২৭. '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কত সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

ক) ১৯৯০ সালে খ) ১৯৯২ সালে
গ) ১৯৯৬ সালে ঘ) ১৯৯৯ সালে

১২৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর নাম কী?

ক) ঢাকা খ) মেহেরপুর
গ) চট্টগ্রাম ঘ) মুজিবনগর

১২৯. মুক্তিযুদ্ধের উপ-সেনাপতি কে ছিলেন?

ক) জিয়াউর খ) এ কে খন্দকার
গ) আবদুর রব ঘ) খালেদ মোশাররফ

১৩০. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল?

ক) ১১নং খ) ১নং
গ) ১০ নং ঘ) ৯নং

১৩১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স ব্রিগেডের প্রধান কে ছিলেন?

ক) আতাউল গণি ওসমানী খ) কে. এম শফিউল্লাহ
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) খালেদ মোশাররফ

১৩২. এদের মধ্যে কে বীরশ্রেষ্ঠ?

ক) কামাল উদ্দীন খ) মুন্সী আ. রহিম
গ) নূরুল ইসলাম ঘ) মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১৩৩. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের বাড়ি কোথায়?

ক) নরসিংদি খ) গাজীপুর
গ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘ) কিশোরগঞ্জ

১৩৪. তারামন বিবি কে?

ক) নাটকের একটি চরিত্র
খ) একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা
গ) জারিগান গায়িকা
ঘ) গ্রামীণ ব্যাংকের একজন পরিচালক

১৩৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলার নাম–

ক) রাজশাহী খ) যশোর
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

১৩৬. ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?

ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

১৩৭. বঙ্গবন্ধু দেশেপ্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ সালের-

ক) ৮জানুয়ারি খ) ১০ জানুয়ারি
গ) ১১ জানুয়ারি ঘ) ১৭ জানুয়ারি

১৩৮. চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ির বদলে ভারত থেকে কোন স্থানটি বাংলাদেশের পাবার কথা?

ক) করিমগঞ্জ খ) পেট্রাপোল
গ) বনগাঁ ঘ) তিনবিঘা করিডোর

১৩৯. বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন কে জারি করেন?

ক) আবু সাঈদ চৌধুরি খ) খন্দকার মোশতাক আহমদ
গ) জিয়াউর রহামন ঘ) মোহাম্মদ উল্লাহ

১৪০. বাংলাদেশে খাল কেটে পানি এনে ফসল উৎপাদন আন্দোলন আরম্ভ হয়–

ক) এরশাদের আমলে খ) ইয়াহিয়ার আমলে
গ) শেখ মুজিবরে আমলে ঘ) জিয়াউর রহমানের আমলে

১৪১. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে–

ক) ৫ আগষ্ট ১৯৯১ খ) ৬ আগষ্ট ১৯৯১
গ) ১০ আগষ্ট ১৯৯১ ঘ) ৬ আগষ্ট ১৯৯২

১৪২. Who was the prime minister of India during the war of liberation of Bangladesh?

ক) Joyti Basu খ) Indira Gandhi
গ) Murarjee Desai ঘ) Rajib Gandhi

১৪৩. বাংলাদেশের ইতিহাসে কালোরাত্রি হিসেবে স্বীকৃত রাত্রি?

ক) ২৫ মার্চ রাত ৭১ খ) ২৬ মার্চ রাত ৭১
গ) ১৫ আগস্ট রাত ৭১ ঘ) ১৪ ডিসেম্বর রাত ৭১

১৪৪. অপারেশন সার্চ লাইট চালু হয় কখন?

ক) ২৯ জানুয়ারি খ) ২৯ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৫ মার্চ ঘ) ২৫ এপ্রিল

১৪৫. মুজিবনগরে কোন তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল?

ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১

গ) ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১০ নভেম্বর ১৯৭১

১৪৬. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে?

ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঘ) মোহাম্মদ উল্লাহ

১৪৭. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন–

ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী

খ) কামরুজ্জামান

গ) তাজউদ্দিন আহমেদ

ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

১৪৮. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) সিলেট খ) ঢাকা

গ) রংপুর ঘ) ভোলা

১৪৯. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন–

ক) মোস্তফা কামাল খ) রুহুল আমীন

গ) মুন্সী আব্দুর রব ঘ) মতিউর রহমান

১৫০. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল মুক্তিযুদ্ধে কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন?

ক) ২নং খ) ৭নং

গ) ৮নং ঘ) ৪নং

১৫১. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের গ্রামের বাড়ি–

ক) রায়পুরা, নরসিংদী খ) বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

গ) দৌলতখান, ভোলা ঘ) মহেশপুর, ঝিনাইদহ

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	গ	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ
১১	খ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	খ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	ঘ	৫৪	খ	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	ক	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ঘ	৬৮	গ	৬৯	ক	৭০	খ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	ক	৭৬	ঘ	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	গ	৮০	ক
৮১	ঘ	৮২	ঘ	৮৩	খ	৮৪	ঘ	৮৫	ঘ	৮৬	খ	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	গ	৯০	গ
৯১	খ	৯২	ক	৯৩	ঘ	৯৪	ঘ	৯৫	ক	৯৬	গ	৯৭	ঘ	৯৮	খ	৯৯	ঘ	১০০	ঘ
১০১	গ	১০১	ক	১০৩	গ	১০৪	ক	১০৫	খ	১০৬	খ	১০৭	খ	১০৮	ক	১০৯	গ	১১০	খ
১১১	গ	১১২	খ	১১৩	ঘ	১১৪	গ	১১৫	ক	১১৬	গ	১১৭	গ	১১৮	ঘ	১১৯	ঘ	১২০	ঘ
১২১	ক	১২২	ক	১২৩	ঘ	১২৪	ক	১২৫	গ	১২৬	ঘ	১২৭	খ	১২৮	ঘ	১২৯	খ	১৩০	ঘ
১৩১	গ	১৩২	ঘ	১৩৩	ক	১৩৪	খ	১৩৫	খ	১৩৬	গ	১৩৭	খ	১৩৮	ঘ	১৩৯	খ	১৪০	ঘ
১৪১	খ	১৪২	খ	১৪৩	ক	১৪৪	গ	১৪৫	খ	১৪৬	গ	১৪৭	ঘ	১৪৮	ঘ	১৪৯	গ	১৫০	ক
১৫১	ক																		

Class Exam

১. **বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোন জেলার অধিবাসী ছিলেন?**

ক) ঝিনাইদহ খ) ভোলা

গ) নোয়াখালী ঘ) ফরিদপুর

২. **বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পদবী কি ছিল?**

ক) মেজর খ) সিপাহী

গ) ন্যান্স নায়েক ঘ) ক্যাপ্টেন

৩. **বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?**

ক) রাজশাহী খ) ফরিদপুর

গ) বগুড়া ঘ) বরিশাল

৪. **কোন আরব দেশ সর্ব প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?**

ক) ইরাক খ) মিশর

গ) কুয়েত ঘ) জর্ডান

৫. **কোন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়?**

ক) ইরাক খ) আফগানিস্তান

গ) ইরান ঘ) সৌদি আরব

৬. **মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?**

ক) মিশর খ) জর্দান

গ) ইরাক ঘ) কুয়েত

৭. **বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি?**

ক) সুদান খ) মরক্কো

গ) কুঙ্গো ঘ) সেনেগাল

৮. **বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-**

ক) জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

খ) পোল্যান্ড

গ) ইতালি

ঘ) ফ্রান্স

৯. **বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হলো-**

ক) পোল্যান্ড

খ) বুলগেরিয়া

গ) পূর্ব জার্মানী

ঘ) সোভিয়েত ইউনিয়ন

১০. **স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে?**

ক) ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

খ) ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ঘ) ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।